রাঁচি, শুক্রবার
17:11:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>041 >>30 Kartik 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০৪১ >> << ৩০শে, কার্ত্তিক ১৪৩০>>

সামরিক যোগাযোগ পুনরায় চালু করতে রাজি বাইডেনসি

বেইজিং ঃ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের দীর্ঘদিন পর কথা হলো। স্থানীয় সময় গতকাল বুধবার সকালে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যে এক বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে সামরিক যোগাযোগ পুনরায় চালুসহ নানা বিষয়ে একমত হয়েছেন এ দুই শীর্ষ নেতা। এর মধ্য দিয়ে বেইজিং ও ওয়াশিংটনের টানাপোড়েনের সম্পর্কে ইতিবাচক অগ্রগতির ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা। ক্যালিফোর্নিয়ার সান ফ্রান্সিসকো শহরে বুধবার সকালে চার ঘণ্টা ধরে আলোচনা করেন দুই রাষ্ট্রপ্রধান। এ সময় দুই দেশের প্রেসিডেন্টের মধ্যে যোগাযোগের জন্য একটি হটলাইন চালুর বিষয়ে একমত হন তাঁরা। বাইডেন বলেন, 'আমরা আবার সরাসরি যোগাযোগ চালু করতে যাচ্ছি।' এ নিয়ে একাত্মতা প্রকাশ করে সি বলেন, 'সরাসরি ফোনে কথা বলার বিষয়ে আমরা একমত হয়েছি। আমরা এখন ফোনকলের মাধ্যমে দ্রুত যোগাযোগ করতে পারব।' দুই প্রেসিডেন্ট সর্বশেষ আলোচনায় বসেছিলেন ২০২২ সালের নভেম্বরে, ইন্দোনেশিয়ার বালি শহরে।

বাজার দর

SENSEX : 65982.48 +306.55
NIFTY : 19765.20 +89.75

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
27.00 °c	17.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17.03 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 06.03 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 75,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

কানাডা, যুক্তরাজ্যসহ ৭ দেশের পক্ষভুক্ত হওয়ার আবেদন

লন্ডন ঃ কানাডা, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস ও যুক্তরাজ্য যৌথভাবে এবং মালদ্বীপ এককভাবে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে গাম্বিয়ার করা গণহত্যার মামলায় পক্ষভুক্ত হওয়ার জন্য বৃহস্পতিবার আর্ন্তজাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) আবেদন করেছে। গতকাল আইসিজের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। আইসিজে জানিয়েছে, এসব দেশ ১৯৪৮ সালের গণহত্যার অপরাধ প্রতিরোধ ও সাজাবিষয়ক সনদের স্বাক্ষরকারী হিসেবে এই মামলায় পক্ষভুক্ত হওয়ার অধিকার রাখে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, কানাডা, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, জার্মানি, নেদারল্যান্ড এবং যুক্তরাজ্য বলেছে, সনদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের অভিন্ন স্বার্থে তারা এই মামলায় অর্ন্তভুক্ত হওয়ার অধিকার প্রয়োগ করতে চায়। মালদ্বীপ বলেছে, 'রোহিঙ্গা মুসলমানদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও বর্বর আক্রমণ অব্যাহত থাকায়' তাদের গভীর উদ্বেগ থেকে এবং একই সঙ্গে আর্ন্তজাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে গণহত্যা প্রতিরোধ ও এই অপরাধে শাস্তিবিধানের অভিপ্রায়ে তারা মামলায় পক্ষভুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আইসিজের বিধি অনুযায়ী, গণহত্যা সনদের আওতায় মামলা হলে মামলায় পক্ষ না হলেও সনদে স্বাক্ষরকারী অন্য যেকোনো দেশ শুনানিতে পক্ষভুক্ত হওয়ার আবেদন করতে পারে। এই মামলায় আদালত যে রায় দেবেন, তা পক্ষভুক্ত হওয়া দেশগুলোর ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য হবে। ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর গাম্বিয়া গণহত্যা সনদ লঙ্ঘনের অভিযোগে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে অর্ন্তবর্তী আদেশের জন্য আইসিজেতে আবেদন করে। এরপর আদালত শুনানি নিয়ে ২০২০ সালের ২০ জানুয়ারি গণহত্যার ঝুঁকি থেকে রোহিঙ্গাদের রক্ষায় ব্যবস্থা নেওয়াসহ বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নিতে অর্ন্তবর্তী আদেশ দেন। সে সময় আদালত গণহত্যার অভিযোগের সব স্বাক্ষ্যপ্রমাণ সংরক্ষণেরও নির্দেশ দেন। এরপর গণহত্যার অভিযোগ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ শুনানির জন্য উভয় পক্ষকে মামলার আরজি ও তার জবাব লিখিতভাবে পেশ করতে সময় নির্ধারণ করে দেন আদালত। গাম্বিয়া ২০২০ সালের ২৩ অক্টোবরের মধ্যে নির্ধারিত সময়ে আরজি পেশ করে। কিন্তু মিয়ানমার ২০২১ সালের ২০ জানুয়ারি আদালতের এখতিয়ার চ্যালেঞ্জ করে মামলা করে। আদালত ওই আবেদনের ওপরও শুনানি গ্রহণ করেন। ২০২২ সালের ২২ জুলাই আদালত রায় দেন, মামলাটি আইসিজের গ্রহণের এখতিয়ার আছে। এরপর আদালত গাম্বিয়ার আরজির জবাব দাখিলের জন্য মিয়ানমারকে সময় বেঁধে দেন এবং মিয়ানমারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তিন দফা সময় দেন। সর্বশেষ গত ২৪ আগস্টের সময়সীমার মধ্যে মিয়ানমার তার জবাব দাখিল করেছে। মামলাটি এখন আদালতের শুনানির অপেক্ষায় রয়েছে। তবে এখনো শুনানির তারিখ দেওয়া হয়নি।

বৈষ্ণব সংস্কৃতিকে অপমানের অভিযোগ, আসামে আজমলের বিরুদ্ধে মামলা

গুয়াহাটি ঃ আসামের অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (এআইইউডিএফ) প্রধান ও লোকসভার সদস্য মাওলানা বদরুদ্দিন আজমলের বিরুদ্ধে মরিগাঁও থানায় একটি অভিযোগ করা হয়েছে। আসামের মরিগাঁও জেলার লাহারিঘাটে একটি জনসভায় একটি 'সেলেং সাদর' ফেলে দিয়ে বৈষ্ণব সংস্কৃতিকে অপমান করার অভিযোগ এনে অসম সত্র মহাসভার (এএসএম) মরিগাঁও জেলা কমিটি ১৫ নভেম্বর অভিযোগ করেছে।

'সেলেং সাদর' অসমীয়া বৈষ্ণব সংস্কৃতিতে গভীর শ্রদ্ধার প্রতীক। এটি একটি কাপড়ের চাদর, যা পুরুষ এবং মহিলা বৈষ্ণব পুরোহিতরা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান এবং নাম কীর্তনের সময় পরিধান করেন। আসামের নামঘর বা মন্দিরের প্রধান পুরোহিত ধর্মীয় আচারের অংশ হিসেবে এটি দান করেন। এটিতে প্রবীণদের উপহারও দেওয়া হয়।

আজমলের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি প্রকাশ্যে 'সেলেং সাদর'-এর অপমান করেছেন। ৫ নভেম্বর আসামের গোয়ালপাড়া জেলার ধুপধারায় শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘ আযয়োজিত এক সামাজিক সভায় আজমলকে 'সেলেং সাদর' দিয়ে বরণ করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি সেটি সরিয়ে রাখেন।

অসম সত্র মহাসভার (এএসএম) মরিগাঁও জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিমল চন্দ্র বোরকাকোটি বলেছেন, 'আজমল সেলেং সাদরকে অসম্মান করায় আমি আজমলের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেছি। আজমলের কাজ সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। আমি এফআইআর করেছি, যাতে কেউ এমন কাজের পুনরাবৃত্তি না করে। আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আসামে বসবাস করতে চাই।'

এআইইউডিএফের সহসভাপতি মাওলানা আবদুল কাদির, আসামের বিধায়ক আমিনুল ইসলাম, করিমুদ্দিন বারভূয়ান, হাফিজ রফিকুল ইসলাম, মুজিবুর রহমান, নারজুল ইসলাম ও আশরাফুল হোসেন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। আজমল তাঁর বক্তৃতায় দাবি করেন, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে আসামের ধুবরি, নগাঁও ও করিমগঞ্জ আসনে এআইইউডিএফের প্রার্থীরা জয়ী হবেন।

সাংবাদিকদের নিরাপত্তার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর নামে এসডিএমএর কাছে স্মারকলিপি জমা

জামশেদপুর (অনিশা গোরাই) ঃ অল ইন্ডিয়া স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম জার্নালিস্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সেরায়কেলা খারসাওয়ান জেলা কমিটি, জেলা গ্রামীণ সাধারণ সম্পাদক সুধীর গোরাই এর নেতৃত্বে মুখ্যমন্ত্রীর নামে চান্ডিল মহকুমা আধিকারিক গিরিজা শঙ্কর মাহাতোর কাছে নয় দফা দাবিপত্র জমা দিয়েছে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা ও প্রচারের জন্য। যেখানে প্রধান দাবি হলো গত ১০ বছরে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ভুয়া মামলার সিআইডি তদন্ত শুরু করতে হবে, সাংবাদিক সহকর্মীদের বিরুদ্ধে গবেষণার নামে বিভিন্ন থানায় দায়ের করা বিচারাধীন মামলার তদন্তকারীদের কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হোক। রাজ্যে সাংবাদিক সম্মান সুরক্ষা প্রকল্প কার্যকর করা উচিত, বিভিন্ন জেলায় ভুযো সাংবাদিক এবং চ্যানেলগুলির তদন্ত সেই জেলার ডিপিআর এর কাছে হস্তান্তর করা উচিত, প্রকল্পে ভর্তুকির ৯০ কর দিতে হবে সাংবাদিকদের দেওয়া বীমা প্রকল্পের পরিমাণ, সাংবাদিকদের দেওয়া স্বীকৃতি সুবিধাগুলি পুনঃস্থাপন করা উচিত, স্বীকৃতি প্রতিটি জেলার একজন বয়স্ক সাংবাদিককে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, রাজ্যে একটি সাংবাদিক কমিশন গঠন করতে হবে এবং যে কোনও মামলার তদন্ত করতে হবে। যেকোনো সাংবাদিককে শুধুমাত্র একজন ডিএসপি পদমর্যাদার কর্মকর্তা দিয়ে শুরু করতে হবে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা কমিটির সম্পাদক ফণীভূষণ টুডু ও শম্ভু সেন, অমিয় রঞ্জন মাহাতো, শশী ভূষণ মাহাতো, বানেশ্বর মাহাতো, ফুলচাঁদ পরিত, নিমাই পরিত প্রমুখ।

নারায়ণ আইটিআই চন্ডিলে ভগবান বিরসা মুন্ডাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন

জামশেদপুর (অনিশা গোরাই) ঃ নারায়ণ আইটিআই লুপুংডিহ, নিমডিহে ধরতি আবা ভগবান বিরসা মুণ্ডার জন্মবার্ষিকী পালিত হল। এ উপলক্ষে তার ছবির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ জটাশঙ্কর পান্ডে বলেন যে তিনি একজন ভারতীয় উপজাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং মুন্ডা উপজাতির লোকনায়ক। তিনি একটি উপজাতীয় ধর্মীয় সহস্রাব্দ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যা ব্রিটিশ রাজের সময় ১৯ শতকের শেষের দিকে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে (বর্তমানে ঝাড়খণ্ড) সংঘটিত হয়েছিল, যা তাকে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছিল। ভারতের আদিবাসীরা তাকে ভগবান মনে করে এবং তিনি 'ধরতি আবা' নামেও পরিচিত। ১৮৫৮-৯৪ সালের সরদারি আঃেদালন বিরসা মুন্ডার উলগুলানের ভিত্তি তৈরি করেছিল, যা ভূমি-সর্দারদের নেতৃত্বে লড়াই করা হয়েছিল। ১৮৯৪ সালে সর্দারি যুদ্ধ শক্তিশালী নেতৃত্বের অভাবে সফল হয়নি, যার পরে আদিবাসীরা বিরসা মুন্ডার বিদ্রোহে যোগ দেয়। ১৮৯৪ সালের ১ অক্টোবর, বিরসা মুন্ডা সমস্ত মুন্ডাদের একত্রিত করেন এবং ব্রিটিশদের কাছ থেকে কর মওকুফের জন্য একটি আন্দোলন শুরু করেন, যাকে 'মুন্ডা বিদ্রোহ' বা 'উলগুলান' বলা হয়। ১৮৯৫ সালে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং হাজারীবাগ কেন্দ্রীয় কারাগারে দুই বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু বিরসা এবং তাঁর শিষ্যরা এই অঞ্চলের দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষকে সাহায্য করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন এবং যার কারণে তিনি তাঁর জীবদ্দশায় একজন মহান ব্যক্তির মর্যাদা অর্জন করেছিলেন। ওই এলাকার মানুষ তাকে 'ধরতি আবা' বলে ডাকত ও পূজা করত। তাদের প্রভাব বৃদ্ধির পর গোটা এলাকার মুন্ডাদের মধ্যে সংগঠনের চেতনা জাগে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রীমতি গীতা মিশ্র বিজেপি রাজ্য সচিব, বিকাশ জয়সওয়াল প্রবীণ বিজেপি নেতা ও সমাজকর্মী অ্যাডভোকেট নিখিল কুমার, পবন কুমার মাহাতো, নিমাই মন্ডল, দেবকৃষ্ণ মাহাতো, গৌরব মাহাতো প্রমুখ।

ভোট গ্রহণ

কৃষিপ্রধান ছত্তিশগড়ে বিজেপির অবস্থান তুলনামূলক দুর্বল

ভারতের পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের প্রভাব কী

নয়াদিল্লি ঃ আর্যাবর্তের হিন্দি বলয়ের দুই প্রধান রাজ্য মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড় বিধানসভার ভোট গ্রহণ শুক্রবার সকাল থেকে শুরু হবে। মধ্যপ্রদেশের ভোট হবে এক দফায়। মাওবাদীদের দুর্গ বলে পরিচিত ছত্তিশগড়ে দ্বিতীয় দফার ভোট হচ্ছে। প্রথম দফার ভোট হয়েছিল ৭ নভেম্বর। মিজোরাম রাজ্যে বিধানসভার ভোটও ৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজস্থানের ভোট হবে ২৩ নভেম্বর। তেলেঙ্গানার ভোট ৩০ নভেম্বর। এই পাঁচ রাজ্যের ভোটের ফলাফলের দিকে তাকিয়ে আছে পুরো দেশ। কারণ, আগামী বছর এপ্রিল-মে মাসে লোকসভার ভোটের আগে সরকার ও বিরোধীদের মধ্যে এটাই হতে চলেছে শেষ শক্তি পরীক্ষা। সেই অর্থে লোকসভা নির্বাচনের আগে এই পাঁচ রাজ্যের ভোট যেন মহারণের আগে সেমিফাইনাল। ৩ ডিসেম্বর জানা যাবে, গো-বলয়ে ক্ষমতাসীন বিজেপির দাপট কমে বিরোধীদের শক্তিবৃদ্ধি হচ্ছে কি না।

মধ্যপ্রদেশের নির্বাচন বিজেপির কাছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এ রাজ্যে ১৮ বছর ধরে তারা ক্ষমতায়। এ সময়ের মধ্যে মাত্র দেড় বছর তাদের ধারাবাহিকতায় থাবা মেরেছিল কংগ্রেস। ২০১৮ সালের ভোটে কংগ্রেস ক্ষমতা দখল করলেও দল ভাঙিয়ে বিজেপি সেখানে আবার শাসক হয়ে যায়। ধারাবাহিকতা ধরে রাখা বিজেপির পক্ষে জরুরি বলেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এ রাজ্যে ৪০টির মতো জনসভা ও রোড শো করেছেন। শুধু তাই নয়, ক্ষমতা ধরে রাখার বাসনা ও ঐক্যবদ্ধ কংগ্রেসের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় বিজেপি ওই রাজ্য থেকে নির্বাচিত ৭ সংসদ সদস্যকে ভোটে লড়তে বাধ্য করেছে। তাঁদের মধ্যে তিনজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা নিশ্চিন্তে নেই। গত চারবারের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান জনপ্রিয় হলেও তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বিজেপি এবার আগাম চিহ্নিত করেনি। শুধু এই রাজ্য নয়, পাঁচ রাজ্যেই তাঁরা ভোটে লড়ছেন প্রধানমন্ত্রী মোদির নামে। সে তুলনায় এই প্রথম কংগ্রেসকে জোটবদ্ধ লাগছে। দিগ্বিজয় সিং ও কমলনাথ কাজ করছেন হাতে হাত মিলিয়ে। খাড়গে-রাহুল-প্রিয়াঙ্কা একের পর এক জনসভা করেছেন। প্রতিটি জনমত সমীক্ষায়ও রয়েছে পালাবদলের ইঙ্গিত।

মধ্যপ্রদেশ ভেঙে গড়ে উঠেছিল ছত্তিশগড়। সেখানে শাসনক্ষমতায় রয়েছে কংগ্রেস। এবারও তা বজায় রাখতে মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল সক্রিয়। বিজেপি এ রাজ্য দখলে উঠেপড়ে লাগলেও জনমত সমীক্ষা এখনো কংগ্রেসের পক্ষে। তাদের একটাই ভয়, দুই পক্ষের আসনপ্রাপ্তির ব্যবধান কম হলে বিজেপি ওই রাজ্যে দল ভাঙানোর খেলা খেলে মধ্যপ্রদেশের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে ফেলবে না তো!

মধ্যপ্রদেশ বিধানসভার মোট আসন ২৩০, ছত্তিশগড়ের ৯০। কর্ণাটকের মতো মধ্যপ্রদেশেও কংগ্রেসের হাতিয়ার বিজেপি শাসনামলের 'লাগামছাড়া দুর্নীতি'। সেই সঙ্গে সাধারণের মন জয়ে কংগ্রেস নানা ধরনের জনমুখী প্রকল্পের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। রাহুল গান্ধীসহ কংগ্রেসের সবাই বারবার বলছেন, তাঁরা চান সাধারণ মানুষের হাতে টাকা দিতে, যাতে তাঁদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে। সেটা বাড়লেই অর্থনীতি ভালো হবে। দ্বিতীয়ত, কংগ্রেস তার প্রচারে বলছে, প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্য একটাই আদানি-আম্বানিদের মতো হাতে গোনা কয়েক শিল্পপতির সুরাহা করা। কংগ্রেস চায় কৃষক-শ্রমিক-মজুরের মঙ্গল। সেই লক্ষ্যে কংগ্রেস নারীদের হাতে মাসে দেড় হাজার টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ভর্তুকি দিয়ে ৪০০ টাকায় রান্নার গ্যাস বিক্রির কথা জানিয়েছে। কৃষিঋণ মওকুফের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং বলেছে, ক্ষমতায় এলে রাজ্যে জাত গণনা করা হবে। বিজেপির হাতিয়ার 'ডবল ইঞ্জিন' সরকার, মোদিমাহাত্ম্য ও উন্নয়ন। কিন্তু শেষবেলায় তারাও দিয়েছে নানাবিধ জনমুখী প্রতিশ্রুতি, যার একটা 'লাডলি বেহনা' প্রকল্প। এর মারফত কংগ্রেসের মতো শিবরাজ সিং চৌহানও নারীদের হাতে টাকা দিতে চেয়েছেন।

কৃষিপ্রধান ছত্তিশগড়ে বিজেপির অবস্থান তুলনামূলক দুর্বল। এ ছাড়া ওই রাজ্যের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী রমন সিংয়ের ওপরেও বিজেপির বর্তমান নেতৃত্বের বিশেষ ভরসা নেই। কৃষকের সমস্যা সেখানে প্রধান ইস্যু। সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই শিবিরই কৃষিপণ্যের বাড়তি সহায়ক মূল্য নির্ধারণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কংগ্রেসের বাড়তি প্রতিশ্রুতি, আদিবাসী-অধ্যুষিত এ রাজ্যের গরিবদের জন্য রাজ্য সরকার ১০ লাখ বাড়ি নির্মাণ করবে। আর বিজেপি বলছে, তারা 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা'র আওতায় ১৮ লাখ ঘর তৈরি করবে।

মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ের ছয় দিন পর ভোট হবে রাজস্থানে। সেখানে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর ক্ষমতার বদল হয়। সেই নিরিখে এবার কংগ্রেসকে হটিয়ে বিজেপির ক্ষমতা দখল করার কথা। জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী সেই লক্ষ্যে তারা কিছুটা এগিয়েও। কিন্তু রাজস্থানেও বিজেপি ভোটের আগে জানায়নি মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন। মরুরাজ্যে বিজেপির সবচেয়ে জনপ্রিয় নেত্রী বসুন্ধরা রাজে। বিজেপি প্রাথমিকভাবে তাঁকে কোণঠাসা করেও পরে তাঁকে ও তাঁর সব অনুগামীকে টিকিট দিয়েছে। কিন্তু প্রচারে তিনি ব্রাত্য। জনপ্রিয় ধারণা, হিন্দি বলয়ের এই তিন রাজ্যে বিজেপি জিতলেও মুখ্যমন্ত্রী করা হবে নতুন কাউকে। মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় ও রাজস্থানে বিজেপি শাসকের মুখ বদলে দেবে। লক্ষণীয়, এই তিন রাজ্যের জনপ্রিয় ও প্রতিষ্ঠিত তিন নেতা নেত্রী শিবরাজ সিং চৌহান, বসুন্ধরা রাজে ও রমন সিং বিজেপির পুরোনো ঘরানার। প্রত্যেকেই বাজপেয়ী-আদভানিকে তাঁদের নেতা বলে মেনে এসেছেন। অন্য অর্থে এই তিনজনের কেউই নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহর অন্ধ অনুগামী নন। এই তিন রাজ্যে শাসকের মুখ বদলাতে পারলে দেশের সব রাজ্যেই মোদি-শাহর একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম হবে।

নৈসর্গিক আনন্দে বিভোর হতে সিকিম যাত্রা

সিকিমঃ সুবিশাল পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে হিমশীতল ঝিরিঝিরি হাওয়ার অনুভূতি নেওয়ার এক অদ্ভুত স্থান হচ্ছে সিকিম। নিসর্গের অসীমতায় ভেসে বেড়াব আর চোখ মেলে ধরব নীল আকাশের বিশালতা। আমাদের দেশে শীত পেরিয়ে তখন বসন্তের আগমন। ফাগুনের গরম হিমেল হাওয়া প্রকৃতিতে বইতে শুরু করেছে।

ভারতের সিকিম ও দার্জিলিং রাজ্য ঘোরার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। সমতল ভূমির চা বাগানে পেরিয়ে আরও বেশ কয়েক মাইল যেতেই দেখা মিলল সবুজ পাহাড়। পড়ন্ত বিকালে উঁচু পাহাড়ি রাস্তায় যখন আমাদের গাড়ি এঁকেবেঁকে চলছে, তখন নিচের দিকে তাকিয়ে দেখা মিলল পাথুরে স্বচ্ছ হ্রদ। দুপাশে পাহাড় আর মাঝে বয়ে চলা হ্রদের পানির গভীরতা না থাকলেও আছে স্রোতের তীব্রতা। স্বচ্ছ নীলাভ জলের খরস্রোতা লেকের মাঝে পড়ে থাকা বিশাল বিশাল পাথর খণ্ডে ধাক্কা খেয়ে নিজের গতিপথ পরিবর্তন করে এগিয়ে যাচ্ছে দুরন্ত গতিতে। মাঝে মাঝে দেখা মিলছে বন্য বানরের। ওরা উপদলে বিভক্ত হয়ে রাস্তার বাঁকে বাঁকে বসে আছে।

র‍্যাম্পো হলো সিকিম রাজ্যের দূতাবাসের মতো। এর পর আছে গ্যাংটক। গ্যাংটকের কাছাকাছি এসে পৌঁছালে যেন বড় বড় পাহাড়ের দেখা মিলছে আর পাহাড়গুলো নিজেদের রূপবৈচিত্র্য মেলে ধরছে ভিন্ন আঙ্গিকে।

গ্যাংটকের রাস্তায় ধূমপান, আবর্জনা ফেলা এবং থুতু ফেলা আইনত নিষিদ্ধ। রাস্তার মাঝখানের বাগান পরিপূর্ণ করে রাখা হয়েছে বিভিন্ন প্রকার ঝুলন্ত টপ ও মাটিতে বপন করা ফুল ও সৌন্দর্য বধনকারী গাছের সমাহারে। গাছের প্রতিটি ডাল ও পাতায় বিভিন্ন রং বেরঙের লাইটিং করে রাস্তার সৌন্দর্যের মাত্রা যেন আরও বাড়িয়ে দেয়। কিছুদূর পর পর বাগানের মাঝে স্থাপন করা হয়েছে কৃত্রিম ঝর্ণা। বাগানের গা ঘেঁষে দুধারে রাখা বেঞ্চগুলোতে বসে ভ্রমণকারীরা বসে আছে, কেউবা সেলফি তোলায় ব্যস্ত।

এ ছাড়া সাঙ্গু লেকের বরফও একটি সুন্দর দৃশ্য যেটি সমতল ভূমি থেকে ১২ হাজার ৫০০ ফুটের অধিক উচ্চতায় অবস্থিত। সাদা বরফে আচ্ছাদিত থাকার আকর্ষণই মূলত আমাদের পর্যটক বানিয়ে এত দূর টেনে নিয়ে এসেছে, যা শহর থেকে ৩৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। যেখানে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ভূ-সর্গখ্যাত খাগড়াছড়ির সাজেক ভ্যালির উচ্চতা ভূপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ১৮০০ ফুট। সাঙ্গু লেকে যেতে আগে থেকেই অনুমতি নিয়ে আমরা সকাল ৮টায় যাত্রা শুরু করলাম।

অবশেষে সাঙ্গু লেকে পৌঁছে দেখতে পেলাম প্রকৃতিপ্রেমী ভ্রমণপিপাসু মানুষের হাট বসেছে। সুউচ্চ উপত্যকাটির কোলে একটি ডিম্বাকৃতির হ্রদ। সম্ভবত তার পরিধি মাইলখানেকের মতো হবে। এখানে লেকে জল উপচে পড়ছে। হ্রদটির ওপরের মাথায় একটা বিশাল পাহাড়ের বিশাল উঁচু চূড়া। মাথা উঁচু করে ওপরের পাহাড়ের দিকে চোখে মেলে দৃষ্টির ক্যামেরায় ধরা পড়ল পাথরের ওপর বড় বড় বরফ খণ্ড পড়ে এক অন্য রকম সাজে সজ্জিত হয়ে আছে স্থানটি। সাঙ্গু লেকের স্বচ্ছ নীলাভ জলের ওপরে থাকা মেঘের কুহেলিকাগুলো উড়ে বেড়াচ্ছে সাদা ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মতো। লেকের কোলঘেঁষে থাকা রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে বড় পশমওয়ালা তিব্বতি গরু। কেউ চমরীগাই বা ইয়াকের পিঠে চড়ে সাঙ্গু লেকের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ ক্যাবলকারে চড়ে শোঁ শোঁ করে লেকের পাশে থাকা পাহাড়ের চূড়ায় চড়ে যাচ্ছে, আবার কেউবা বরফ হাতে নিয়ে খেলছে। এমন নৈসর্গিক সৌন্দর্যমণ্ডিত বরফাচ্ছন্ন পরিবেশ যে কোনো ভ্রমণপিপাসুকে মুহূর্তে মাতাল করে তুলবে।

সাঙ্গু লেক দেখার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো ক্যাবল কার রাইডে উঠে ওপরে যাওয়া। জানতে পারলাম, এখানকার ক্যাবল কারে চড়ে লেকসহ আশপাশের বিস্তৃত এলাকার মনোরম দৃশ্য উপভোগ করা যায়। সাঙ্গু লেকের পাশে থাকা রোপওয়েতে ক্যাবল কারে চড়ে চূড়ার শিখরে উঠতে জনপ্রতি ৩২৫ রুপি গুনতে হয়। পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছানোর পর দেখতে পেলাম বিশাল বিশাল কৃষ্ণ বর্ণের পাথর খণ্ডগুলো বরফ খণ্ড মাথায় নিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়ের চূড়ায় তাপমাত্রা মাইনাস ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস চলছে। বরফে ঢাকা পাহাড়ের সৌন্দর্যই অন্যরকম। হিমেল ঠাণ্ডা হাওয়া সাঙ্গু লেকের আকাশ মেঘলা হয়ে আছে, বরফের ছোট ছোট কুঁচিগুলো আমাদের মাথায় পড়ছে।

সাঙ্গু লেকে ইয়াকের পিঠে চড়ে লেকের চারদিকে এক পাক খেতে ৬৫০ রুপি আর শুধু পিঠে বসে ছবি উঠাতে ১০০ রুপি লাগে। অন্য পর্যটকদের ইয়াকের পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াতে দেখে নিজেরও লোভ হলো তুলতুলে ইয়াকের পিঠে বসে পড়লাম। সাঙ্গু লেক থেকে মাত্র ৫ কিলোমিটার দূরে ভারত চীন সীমান্তের নাথুলা পাসের অবস্থান হলেও আঁকাবাঁকা রাস্তার কারণে সীমান্তে পৌঁছতে প্রায় ১৮ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হয়। আমাদের খুব ইচ্ছে ছিল নাথুলা পাস, জিরো পয়েন্টে গিয়ে আরও বেশি সাদা বরফের মধ্যে আনন্দের মাত্রা বাড়িয়ে নেওয়ার। এই সময় ভারতীয় নাগরিক ছাড়া কোনো বিদেশিদের এই সীমান্তে যাওয়ার অনুমতি নেই। পড়ন্ত বিকালের আগেই আমরা যখন সাঙ্গু লেক থেকে গ্যাংটক শহরের দিকে ফিরছি। শেষবেলায় গ্যাংটকের শপিংমল আর ফুটপাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে নিজেদের প্রয়োজনীয় কেনাকাটা সেরে নেওয়ার সময় চোখে পড়ছে ছোট ছোট দোকানে নানারকমের পণ্যের পসরা সাজানো। সস্তায় বিক্রি হচ্ছে কাশ্মীরি শাল, চাদরসহ অন্যান্য পণ্য।

পরিবার সমন্বিতা দুর্গা

কলকাতা (স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ) ঃ সপরিবারে কি কোনো দেবতা পূজিত হন? বহু বিচিত্র হিন্দু ভাবনা এখানেও জগতের সব ধর্মকে, সব অধ্যাত্মসাধনাকে, সব দর্শনকে অতিক্রম করে তার অনন্য ব্যতিক্রমকে প্রতিষ্ঠা করেছে।

প্রাচীন গ্রিস ও রোমে বহু দেবমূর্তি পূজিত হতেন। তাদের অনেকের মূর্তির অপূর্ব সুন্দর ভাস্কর্যনিদর্শনের সঙ্গে সারা জগতের মানুষ পরিচিত। কিন্তু সপরিবারে কোনো দেবমূর্তির ভাস্কর্যনিদর্শন পরিবারের সব সদস্যসহ কোনো বিশেষ দেবতার মূর্তি ভাস্কর্যের (অথবা চিত্রের) মাধ্যমে মানুষের কাছে উপস্থাপনের কল্পনা একমাত্র ভারতবর্ষেই এবং হিন্দুধর্মেই দেখা যায়। এবং বলা বাহুল্য, সেই মূর্তি ভারতের বহু প্রসিদ্ধ দুর্গামূর্তি। তবে পরিবার সমন্বিত দুর্গামূর্তি ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাংলাতেই সর্বাধিক জনপ্রিয়। বাংলার নরনারীর কাছে তিনি শুধু জগতের মাই নন, তিনি যেন তাদের নিজেদেরই মা, ঘরের মেয়ে। বাংলার সাহিত্যে, বাংলার সংগীতে, বাংলার শিল্পে, বাংলার লোককথায়, বাঙালির মননে, বাঙালির হৃদয়ে ওই উভয় রূপেই দুর্গা অধিষ্ঠিত। বস্তুত, সে এক অপূর্ব মর্মস্পর্শী ভাবকল্পনা এবং রূপকল্পনা। বাংলার আগমনী সংগীতে, শাক্তপদাবলিতে, পাঁচালি ও মঙ্গলকাব্যে দেবী দুর্গার যে ঘরোয়া রূপের সাক্ষাৎ পাই, তাতে ধর্ম এবং জীবন, অধ্যাত্মসাধনা এবং পারিবারিক সম্পর্কের উষ্ণতা, ভক্তি এবং বাৎসল্য এমনভাবে মাখামাখি হয়ে গেছে, তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে কোনোভাবেই আর খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। দেবতা ও মানুষের এ সঘন মিতালি, এ অপরূপ মেলবন্ধন, ভূমা ও ভূমির এ হৃদয়স্পর্শী আত্মীয়তা বাস্তবিক এমন একটি মধুর মাত্রা লাভ করেছে, যার তুলনা জগতে দুর্লভ। স্বর্গের দেবতা এসে স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছেন পৃথিবীর মানুষের ভালোবাসার বন্ধনে।

মর্ত্যের মানুষ স্বর্গের দেবতাকে মন্দিরে বা দেবালয়ের সম্ভ্রম, ভয় ও ভক্তির আবেষ্টনী থেকে বের করে আপন গৃহ ও পরিবারের অন্তঃপুরে স্থাপন করেছে। ফলে বৎসরান্তে তিন দিনের জন্য আমাদের ঘর ভরে যায় সপরিবারে একাধারে মাতা ও কন্যার পদার্পণে। আত্মকেন্দ্রিকতা এবং পারিবারিক বিচ্ছিন্নতার মানসিকতার মতো অত্যাধুনিক প্রবণতা আমাদের আচ্ছন্ন করার পূর্বে আমরা সুখেদুঃখে, স্বাচ্ছন্দ্যেসমস্যায় একান্নবর্তী যৌথ পরিবারে আনন্দে বাস করতাম।

দুঃখ, বিচ্ছিন্নতাবোধ, ঈর্ষা, স্বার্থপরতা যে ছিল না তা নয়, কিন্তু এমন একটি স্বর্ণসূত্রে পরিবারের সব সদস্য গাঁথা হয়ে থাকত যে, দুঃখের বোধ, বিচ্ছিন্নতার মানসিকতা, স্বার্থপরতার বৃত্তি, ঈর্ষার সরীসৃপ মাথা তুলতে পারত না। যৌথ জীবনের হাসিকান্নার মধ্যে, প্রাপ্তিঅপ্রাপ্তির স্রোতে ক্রমে তা হারিয়ে যেত। আমাদের এ সনাতন ঐতিহ্যকে আমরা রূপ দিয়েছিলাম পরিবার সমন্বিত দুর্গামূর্তির মধ্যে। আমাদের সাবেক যৌথ পরিবারগুলোতে বহু মানুষ লালিত ও প্রতিপালিত হতো। গৃহপালিত পশুপাখিও পরিবারের সদস্য বলে গণ্য হতো।

কিছুকাল আগে পর্যন্ত আমরা যে পরিবার সমন্বিত দুর্গাপ্রতিমা পূজিত হতে দেখতাম, তা ছিল প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারী একচালা কাঠামোর মধ্যে নির্মিত। বর্তমানে প্রাচীন ও পারিবারিক মুষ্টিমেয় কিছু পূজা ভিন্ন সব সর্বজনীন ও বারোয়ারি পূজায় মহিষাসুরমর্দিনীর পরিবারের সদস্যদের মূর্তিগুলো একচালা কাঠামোর মধ্যে আর রাখা হয় না। প্রত্যেকটি মূর্তিকে আলাদাভাবে তৈরি করে মণ্ডপে পাশাপাশি সাজিয়ে দেওয়া হয়। এ স্বাতন্ত্র্য তো আমাদের ভগ্নপরিবারের এবং ভগ্নমানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ। আমাদের পরিবার যেমন ভেঙেছে, তেমনি ভেঙেছে আমাদের মন ও আমাদের যূথবদ্ধ থাকার অঙ্গীকার। আর তারই প্রতিফলন ঘটেছে এবং ঘটছে আমাদের দুর্গাপ্রতিমার আধুনিক নির্মাণ আঙ্গিক ও শৈলীতেও।

যাহোক, মহিষাসুরমর্দিনী বা দুর্গাকে আমরা পূজা করি তার পরিবার সমন্বিত রূপে। কেন সপরিবারে দেবীর আরাধনা, তার কিছু তাৎপর্য আমরা এখানে সন্ধান করার চেষ্টা করব। দুর্গার ডানদিকে তার জ্যেষ্ঠকন্যা লক্ষ্মী ও জ্যেষ্ঠপুত্র গণেশ, বাঁদিকে কনিষ্ঠাকন্যা সরস্বতী ও কনিষ্ঠপুত্র কার্তিক এবং ওপরের চালচিত্রে স্বামী শিব। প্রধানত বাঙালির নিজস্ব কল্পনায় এ হলো দুর্গার পরিবার। অবশ্য শুধু স্বামী, পুত্র, কন্যারাই নন, দেবীর সঙ্গে আছে তার বাহন সিংহ, তার অন্যতম অঙ্গভূষণ সাপ। সেইসঙ্গে পুত্রকন্যাদের বাহনরাও আছে। আছে স্বামীর বাহনও। লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা, গণেশের বাহন ইঁদুর, সরস্বতীর বাহন হাঁস, কার্তিকের বাহন ময়ূর এবং শিবের বাহন ষাঁড়। দুর্গা যেহেতু দেবাদিদেবের ঘরণী, তাই তেত্রিশ কোটি দেবদেবী সবাহন সমুপস্থিত ওপরের চালচিত্রে। সেখানে মানুষের উপস্থিতিও আছে। আছেন সীতা, ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্নসহ রামচন্দ্র, আছেন রাধাকৃষ্ণ। রামচন্দ্রের হনুমান এবং কৃষ্ণের গরুড়ও বিদ্যমান। অসুর হিরণ্যকশিপু, ভক্ত প্রহ্লাদ এবং নৃসিংহ অবতারও চালচিত্রে বিধৃত। দুর্গা ত্রিভুবনেশ্বরী, ত্রিভুবনই তার আবাস, সুতরাং, স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালের সব অধিবাসীই তার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। বাহনদের মধ্যে একটি বিশেষত্ব লক্ষ করার মতো। গৃহপালিত বন্য, জলচর, স্থলচর, উভচর, অহিংসসহিংস, পদবিশিষ্টসরীসৃপ, দিবাচরনিশাচর, ক্ষুদ্রবৃহৎ সব শ্রেণির পশুপাখির প্রতিনিধিত্ব তাদের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। শুধু প্রাণিজগৎই নয়, উদ্ভিদজগৎও বাদ যায়নি। সাধারণ্যে 'কলা বউ' ও লোকবিশ্বাসে ভ্রান্তিবশত 'গণেশের বধূ' বলে যার পরিচিতি এবং গণেশের ডানপাশে যার অবস্থান, সেই নবপত্রিকা আসলে সমগ্র উদ্ভিদজগৎ ও বসুন্ধরার এবং স্বয়ং দেবী দুর্গারই প্রতিনিধি। শাক, কন্দ, ঔষধি এবং বৃক্ষ সব শ্রেণির উদ্ভিদের পল্লব নবপত্রিকায় সমন্বিত। মানুষ, অসুর, দেবতা, পশুপাখি, সরীসৃপ, উদ্ভিদবিশ্বচরাচরের সব জীবই মায়ের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। যার বা যাদের কল্পনা ও ভাবনায় এ বিশ্ববীক্ষা প্রকাশিত হয়েছিল, তার বা তাদের ঔদার্য ও মৌলিকতা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে আজ বিরাট পৃথিবীর দূরতম প্রান্তগুলো আমাদের বাড়ির পাশে এসে যেন লেগে গেছে। 'বাড়ির পাশে'ই বা বলি কেন, বাড়িতেই তো পেয়ে যাচ্ছি গোটা জগৎটিকে। বিজ্ঞান শুধু দূরত্বকেই 'ধ্বংস' করেনি, সময়কেও 'ধ্বংস' করেছে। পৃথিবীর একটি প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের দূরত্ব সহস্র সহস্র মাইল, যা অতিক্রম করতে কিছুদিন আগেও হয়তো এক যুগ লাগত, আজ বিজ্ঞানের কল্যাণে লাগছে কয়েক ঘণ্টা মাত্র। ইংরেজ কবি উইলিয়াম ব্লেকের সুবিখ্যাত কথাগুলো এতকাল কাব্যসমালোচকদের কাছে কবির মরমীয়া কল্পনা বলেই গৃহীত হয়েছিল, কিন্তু আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিজয়যাত্রার উজ্জ্বলতম প্রহরে কথাগুলোকে আর কল্পনা বলে পৃথক করে রাখা যাচ্ছে না। উইলিয়াম ব্লেক লিখেছিলেন ঃ

'To see a world in a grain of sand,
And a Heaven in a wild flower,
Hold infinity in the palm of your hand,
And Eternity in an hour.' ('Auguries of Innocence')

একটি বালুকণা তাই গোটা ব্রহ্মাণ্ডের পারা,
একটি বনকুসুমূহের তাহে ত্রিদিবের শোভা নিরবধি,
করতল মধ্যে তব অনন্ত পড়েছে দেখ ধরা,
একটি ঘণ্টার বৃত্তে শাশ্বত কালে রাখ বাঁধি'। (ভাষান্তর লেখক)

সপরিবার মায়ের প্রতিমার দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরাও কি তাই দেখি না? একটি কাঠামোর মধ্যে একটি চালচিত্রের ছত্রছায়ায় গোটা আমান বস্তস্ব পৃথিবীটাকেই তো আমরা পাচ্ছি। মনুষ্যজগৎ, পশুজগৎ, পক্ষীজগৎ, সরীসৃপজগৎ, উদ্ভিদজগৎ হিমালয়দুহিতা, কৈলাস পতিগৃহিণী হৈমবতী পৃথিবীর গিরিপর্বতকেও বাদ দিলেন না আবার নদীরূপা সরস্বতী এবং সমুদ্রসম্ভূতা লক্ষ্মীর মাধ্যমে পৃথিবীর নদী ও সমুদ্রসমূহকে গ্রহণ করে পৃথিবীর বৃহত্তম অংশ জলদেশকেও দেবী তার সাম্রাজ্যের অঙ্গ করেছেন। মূষিকবাহন গণপতি ভূমি ও ভূমিতলে বিচরণকারী, কিন্তু ময়ূরবাহন কার্তিকের স্বর্গ, মর্ত, অন্তরিক্ষুসর্বত্র নির্বাধ গতি। তাহলে আর বাকি রইল কী? শুধু মানুষ, পশু, পাখি, সরীসৃপ ও উদ্ভিদই নয়স্বর্গ, মর্ত্য, অন্তরিক্ষের কীটপতঙ্গও তো বাদ যাচ্ছে না ঘৃণিত অসুর? সেও তো দেখি মায়ের চরণপ্রান্তে স্থান পেয়েছে। অর্থাৎ কেউই মায়ের পরিবারের বাইরে নয়।

করতল মধ্যে এই তো অনন্তকে ধরা নিমেষের গণ্ডিতে এই তো শাশ্বত কালকে বন্দি করে রাখা একটি পরিবারের পরিধির মধ্যে সমগ্র বিশ্বচরাচরকে আবদ্ধ করার কল্পনা এক 'বিশ্বনীড়'-এর ভাবনা। আধুনিক কবির ভাষায় 'ভালোবাসা কাছে টানে, অনুভবে বিশ্ব এক নীড়।' ধন্য কল্পনা ধন্য ভাবনা মায়ের পরিবারের একদিকে শিব কল্যাণদাতা, অপরদিকে দুর্গাদুর্গতিনাশিনী। জীবনে কল্যাণ তখনি নেমে আসে, যখন গণপতির গণসংহতি বা ঐক্যশক্তি, লক্ষ্মীর ধনশক্তি, সরস্বতীর জ্ঞানশক্তি এবং কার্তিকের বীর্যশক্তি সমন্বিত হয়। তখনি জীবনে দুর্গার অধিষ্ঠান হয়, অর্থাৎ সব দুর্গতির অবসান হয়, সব দুর্দৈব অন্তর্হিত হয়।

দেবী পৃথিবীতে এসেছেন সপরিবারে, সবাহন। কিন্তু এ পরিবার, এ বাহন এসব তো তার আধিভৌতিক রূপ। এর আর্থসামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক তাৎপর্যও কম নয়। পুরাকালে যিনি মহিষাসুরকে বিনাশ করেছিলেন, সব দেবতার সক্রিয় সহযোগিতা ও সমর্থন তার পেছনে ছিল। সব দৈবশক্তি তার মধ্যে ঘনীভূত হয়ে পৃথিবীকে অসুরনির্যাতনমুক্ত করেছিল। এ তার আধিদৈবিক ভূমিকা। পরিবার সমন্বিত তার মূর্তি দেখতে অভ্যস্ত আমরা ভাবি, মহিষাসুর নিধনপর্বে স্বামী, পুত্র, কন্যারাও সবাহন, সশক্তি তার সহযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এতে তার আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক তাৎপর্যের সমন্বয় দেখতে পাই। তবে তার এবং তার পরিবারের সদস্যদের এবং তাদের প্রত্যেকের বাহনের মূল তাৎপর্য আধ্যাত্মিক।

দুর্গাপূজার অর্থনীতি

কলকাতাঃ হাজার বছর ধরে বিশ্বের সব অঞ্চলেই ধর্মীয় উৎসব পালিত হয়ে আসছে। এর ভাবগত বিষয়টি প্রধান হলেও অর্থনৈতিক গুরুত্বটিও কম কিছু নয়। এর মাধ্যমে স্রষ্টার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ পায়, মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরি হয়, মানব মনে সহিষ্ণুতা জাগে, এ বিষয়গুলো অবশ্যই বিশেষ গুরুত্ব বহন করে এবং এর গুণগত বিষয়গুলো নিয়ে ধর্মীয় গবেষক ও পণ্ডিতরা বিশদভাবে ব্যাখ্যা দিতে পারেন। এর বাইরে এ উৎসবগুলোর ভেতর দিয়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের যে গতিশীলতা দেখা দেয়, তা উপেক্ষা করার মতো নয়। ধর্মীয় উৎসবগুলোকে উপলক্ষ্য করে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেন, তা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, এ উৎসবগুলোতে সব আর্থিক সংগতিপূর্ণ মানুষেরই তার স্বাভাবিক দিনের চেয়ে কিছুটা হলেও বাড়তি ব্যয় করার প্রবণতা থাকে। এ বাড়তি ব্যয় অর্থনীতি তথা ব্যবসাশিল্পে বাড়তি গতি সঞ্চারিত করে। ফলে অর্থনীতিতে চাঙাভাব সৃষ্টি হয়। মুসলিম সম্প্রদায়ের দুই ঈদ, খ্রিষ্টীয়দের বড়দিন, সনাতন ধর্মাবলম্বীদের পূজা ইত্যাদি সব ধর্মীয় উৎসবই অর্থনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করে। হিন্দু সম্প্রদায়ের একাধিক ধর্মীয় উৎসব থাকলেও, আয়োজন ও আনুষ্ঠানিকতার দিক থেকে দুর্গাপূজাই বড় আসনটি দখল করে রেখেছে। গত ১৪ অক্টোবর শুভ মহালয়া দিয়ে এ বছরের দুর্গাপূজার যাত্রা শুরু হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় ২৪ অক্টোবর প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হবে হিন্দু সম্প্রদায়ের এ বছরের সবচেয়ে বড় উৎসব। ১৬১০ সালে এই সপরিবার দুর্গাপূজার প্রচলন শুরু হওয়ার পর এ ভূখণ্ডে অনেক পরিবর্তন হয়েছে এবং এ পরিবর্তন পূজার আকারআয়তনকে প্রভাবিত করেছে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর বর্তমান বাংলাদেশ অঞ্চলে বসবাসকারী মধ্যবিত্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি বড় অংশ দেশত্যাগ করে। তারপর পার হয়ে গেছে প্রায় ৭০-৭৫ বছর। এ সাত দশকে আরেকটি মধ্যবিত্ত শ্রেণি তৈরি হয়েছে। এ মধ্যবিত্ত থেকে অনেকে আবার অতি ধনীর পর্যায়েও অবস্থান করছেন। যে কারণে আমরা রাজধানীর গুলশান, বনানী, বারিধারা, উত্তরায় অনেক জৌলুসপূর্ণ পূজা উদযাপন দেখতে পাই। পূজার মণ্ডপ বা প্যান্ডেল একটি ভিন্ন মর্যাদা বহন করে। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল, আবার একই অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন পাড়ামহল্লা তাদের আয়ের শক্তির বিচারে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের পূজামণ্ডপের আয়োজন করে। ২০২১ সালে সারা দেশে এ রকম পূজামণ্ডপের সংখ্যা ছিল ৩২ হাজার ১২২। ২০২২ সালে মণ্ডপের সংখ্যাটি ৪৬টি বেড়ে দাঁড়ায় ৩২ হাজার ১৬৮-তে। আর চলতি বছর আরও ৫০টি মণ্ডপ যোগ হয়ে মণ্ডপের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩২ হাজার ২১৮-তে। এর অর্থ এই নয় যে, হিন্দু সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা বৃদ্ধিই মণ্ডপ বৃদ্ধির একমাত্র কারণ। যেহেতু মণ্ডপের সঙ্গে ভিন্ন মাত্রার মর্যাদা জড়িত, তাই আর্থিক সংকুলানের ব্যবস্থা করতে পারলেই মণ্ডপের সংখ্যা বাড়ে। এ মণ্ডপগুলোর পরিচালন ব্যয় নির্ভর করে আয়োজকদের আর্থিক সংগতির ওপর। প্রতিমা তৈরি ও তার সাজসজ্জা, আলোকসজ্জা, বাদ্যবাজনা, প্রসাদ বিতরণসহ প্রতিটি মণ্ডপের ব্যয়ের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন। যদি সামান্যতম আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করেন, তাহলে একটি মণ্ডপ পরিচালনার ন্যূনতম ব্যয় হবে ২ লাখ টাকা। আবার রাজধানীতে এমনও মণ্ডপ আছে, যার ব্যয়ের পরিমাণ ২০ কোটি টাকা। আপনি যদি মণ্ডপগুলোর গড় খরচ ৫ লাখ টাকা ধরেন, তাহলে এবারের দুর্গাপূজায় মণ্ডপের ব্যয় হবে ১ হাজার ৬০০ কোটি টাকা। প্রতিটি সম্প্রদায়ের পরিবারই চেষ্টা করে তাদের স্ব স্ব ধর্মীয় উৎসবগুলোতে সাধারণ সময়ের চেয়ে অতিরিক্ত কিছু ব্যয় করার। এ ব্যয়গুলো করা হয় নতুন কাপড়, প্রসাধনসামগ্রী, যাতায়াত, উন্নত মানের খাদ্য গ্রহণ ও আপ্যায়ন বাবদ। হিন্দু সম্প্রদায়ও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের পরিবারে সংখ্যা প্রায় ৩৫ লাখ। এ পরিবারগুলোর মধ্যে এমনও পরিবার আছে, পূজা উপলক্ষ্যে যাদের ব্যয় কয়েক কোটি টাকা। আবার এমন পরিবারও আছে, যারা অন্যের আর্থিক সহায়তার ওপর নির্ভরশীল। তারপরও তারা আত্মীয়দের সাহায্যসহযোগিতা নিয়েও আনন্দের অংশীদার হন। সেই হিসাবে দেখা গেছে, দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে পরিবারগুলোর গড় অতিরিক্ত খরচ ৩০ হাজার টাকার কম নয়। তাহলেও পূজা উপলক্ষ্যে পরিবারগুলোর খরচ দাঁড়ার প্রায় ১০ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যয়কে আমলে নিয়ে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, এ বছরের পূজা উপলক্ষ্যে অর্থনীতিতে প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকার লেনদেন হবে। করোনাপরবর্তী সময়ে এ পরিমাণ আর্থিক লেনদেন নিশ্চয়ই উপেক্ষা করার মতো নয়। মোটা দাগে অনেকে পূজার এ ব্যয়কে অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বলে মনে করেন কিন্তু বাস্তবে তা নয়। এটি অর্থনীতিতে বাড়তি চাহিদার সৃষ্টি করে। এ বাড়তি চাহিদা আবার বাড়তি উৎপাদনের তাগিদ দেয়। এ বাড়তি উৎপাদন করতে গিয়ে কিছু মানুষের কর্মের পরিধি বাড়ে। প্রতিমাশিল্পীর কথাই ধরা যাক। বাংলাদেশে এবারে ৩২ হাজারেরও বেশি পূজামণ্ডপ তৈরি হয়েছে। কোনো কোনো মণ্ডপের প্রতিমা তৈরিতে দুই মাসেরও বেশি সময় লেগে যায়। এক একটি মণ্ডপে প্রধান প্রতিমাশিল্পী ছাড়াও একাধিক সহকারী কাজ করেন। এ মানুষগুলোর জীবিকার প্রধান উৎস হলো দুর্গাপূজা। এর সঙ্গে রয়েছে রং, মাটি ও প্রতিমা তৈরির অন্যসব উপকরণ, যা তৈরিতে আরও কিছু মানুষের জীবিকা নির্বাহ হয়। ঢাকি সম্প্রদায়ের কদর বাড়ে। পূজার সময়টাতে তাদের আয়ের পরিমাণ বাড়ে। এখনকার পূজাগুলোর মণ্ডপ তৈরিতে পরিবর্তন এসেছে।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যের অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

পটকার হাতা গ্রামে আকর্ষণীয় কালী মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হলো খুবই ধুমধামের সাথে

১০৮ কুমারী মেয়েদের কলস যাত্রা দিয়ে শুরু হলো মন্দির প্রতিষ্ঠার সূচনা

পোটকা ঃ হাতার দুর্গা মন্দির প্রাঙ্গনে একটি আকর্ষণীয় কালী মন্দিরের নির্মাণ করা হয়েছে সার্বজনীন কালী মন্দির হাতার মাধ্যমে।হাতায় কালী পূজা শুরু হয়েছিলো ১৯৮৭ সালে।সবার সহযোগিতায় মন্দির টি তৈরি হয়েছে।মুখ্য সঞ্চালনে আছেন সমাজসেবী কৃষ্ণ গোপ ও উপেন্দ্র নাথ সরদার।আরো অনেকেই তাদের সাথে আছেন।বিগত ১০ ই নভেম্বর ২০২৩ শুক্রবারে কালী মন্দির টি মায়ের মূর্তি সহ প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হলো।সকাল ৯ টায় ১০৮ কুমারী মেয়ে হাতার রামগড় আশ্রম থেকে ঘট আনা হলো কীর্তন ও ঢাকির মাধ্যমে।কালী মাই কি জয় নিনাদে মুখরিত হলো আকাশ বাতাস।তারপর প্রাণ প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হলো বিধি অনুসারে।পুরোহিত হিসাবে ছিলেন সুধাংশু শেখর মিশ্র,দিলীপ পান্ডা,যাদবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য,কিশোর নন্দা, চন্দ্র শেখর মিশ্র,শিবু ভট্টাচার্য্য,রবি পান্ডে,তারিণী চ্যাটার্জি আদি।মন্দির প্রতিষ্ঠার পর সবাই কে প্রসাদ খাওয়ানো হলো।

এই শুভ কাজে উপস্থিত ছিলেন হরিহর বাবা,চন্দন বাবা, সংসদ বিদ্যুৎ বরণ মাহাতো,বিধায়ক সঞ্জীব সরদার,পূর্ব বিধায়ক মেনকা সরদার,মুখিয়া সুখলাল সরদার,মুখিয়া দেবী ভূমিজ,মুখিয়া দুঃখনি মাই সরদার,উপ প্রমুখ উর্মিলা সরদার,পূর্ব জিলা পরিষদ চন্দ্রাবতী মাহাতো,সাহ স্পংজ কোম্পানির নির্দেশক সৌমিত্র সাহ,বিডিও অভয় কুমার দ্বিবেদী,মুখিয়া পানো সরদার,মনোজ সরদার,সুনীল মাহাতো,সুবোধ সরদার,সুনীল কুমার দে,শঙ্কর চন্দ্র গোপ,মোহিতোষ মণ্ডল,কৃষ্ণ পদ মণ্ডল,রাজকুমার সাহু,বিস্বামিত্র খন্দায়েত,বলরাম গোপ,মোহিতোষ গোপ,

নারায়ণ চ্যাটার্জি,হীরা লাল দে,ডাক্তার বি,সাহা,ডাক্তার রজনী মহাকুড, ডাক্তার প্রবীর নন্দী,ডাক্তার জয়ন্ত দে,শৈলেন প্রামানিক,তরুণ দে,তপন দে,লোচনা মণ্ডল,সুজতা মোড়ল,ঝর্ণা সাহু,বেবি মণ্ডল,ইরা পালিত,শিলা পালিত,ছবি সরকার, জয় হরি সিং মুন্ডা,উজ্বল মণ্ডল,কমল নায়েক,পপ্পু পাণ্ডে,মনি পাল,অনিরুদ্ধ গোপ আরো অনেকেই।আয়োজনে ছিলেন কৃষ্ণ গোপ,উপেন্দ্র নাথ সরদার,সাবিত্রী সরদার,মনোজ রাম,অমিত পাল,সুব্রত দে,সুমিত দে,অমিত পটনায়ক, রবিদ্র নাথ দাস,ভবেশ মাহাতো,সমীর পাল,শুভম পাল,পচু পাল,ব্যাবটু বিশ্বাস,প্রীতম রায়, চিংটু রজক,মণ্ডল,দিলীপ রাম,শিব কুমার,আনন্দ পাল,তাপস বিষয়,রঞ্জিত পাল আরো অনেকেই।এই কালী মন্দির প্রতিষ্ঠার পর হাতার মহত্ব ও আকর্ষণ আরো বেড়ে গেল।

হাতার নব প্রতিষ্ঠিত কালী মন্দিরে মাতাজী আশ্রমের ভক্তি মূলক গানের অনুষ্ঠান হলো

১১ ই নভেম্বর ২০২৩ সন্ধ্যা ৬.৩০ টায় নব প্রতিষ্ঠিত কালী মন্দিরে মাতাজী আশ্রমের ভক্তি মূলক গানের অনুষ্ঠান হলো।এই উপলক্ষে রামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ করলেন শঙ্কর চন্দ্র গোপ,সারদা মায়ের কথা পাঠ করলেন লোচনা মণ্ডল ও স্বামীজীর কথা পাঠ করলেন সুজতা মরল।সুনীল কুমার দে,ভাস্কর চন্দ্র দে,তড়িৎ মণ্ডল ও সহদেব মণ্ডল শ্যামা সংগীত ও ভক্তিমূলক গান পরিবেশন শঙ্কর গান শুনে সবাই খুব খুশি হলেন।সবশেষে হরিনাম সংকীর্তন করা হলো।এই উপলক্ষে তপন মণ্ডল,স্বপন মণ্ডল,তরুণ মণ্ডল,তাপস মণ্ডল,স্বপন দে,তরুণ দে,অর্জুন মুদি,অমল বিশ্বাস,হরগৌরি মাহাতো,ভবেশ মাহাতো,মোহিতোষ মণ্ডল,অজিত সরদার,ব্রহ্ম পদ মরল,মনি পাল,অমিত মণ্ডল,সুবোধ মণ্ডল,কৃষ্ণ গোপ,কৃষ্ণ মণ্ডল,উপেন্দ্র নাথ সরদার,রঞ্জিত পাল,মণ্ডল,তরুণ সরকার,অরুন দে,অঞ্জলি মণ্ডল,কবিতা মাহাতো,ছবি মণ্ডল,বন্দনা মণ্ডল,সমিত দে আদি উপস্থিত ছিলেন।

মাতাজী আশ্রমে কালী পূজা ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে পালিত হলো

প্রতি বছরের মতো এ বছর ও ১২ই নভেম্বর ২০২৩ রবিবার রাত্রে আদি শক্তি মা কালীর পূজা ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে পালিত হলো।পূজা করলেন যাদবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য।প্রতিদিনের মতো সন্ধ্যা ৫.৩০ টায় রামকৃষ্ণ মন্দিরে ঠাকুরের সন্ধ্যা আরতি,কথামৃত পাঠ ও হরিনাম সংকীর্তন হলো।সন্ধ্যা ৭ টায় কালী কীর্তন হলো।সংগীত পরিবেশন করলেন সুনীল কুমার দে,ভাস্কর চন্দ্র দে,তড়িৎ মণ্ডল,কবিতা মাহাতো,লোচনা মণ্ডল,সুজতা মরল প্রমুখ।রাত্রি ৯ টায় মায়ের বিশেষ পূজা,ভোগ,আরতি,পুষ্পাঞ্জলি,হোম আদি হলো।পূজার শেষে সকল ভক্তদের খিচুড়ি ভোগ খাওয়ানো হলো।এই উপলক্ষে হরগৌরি মাহাতো,তরুণ মণ্ডল,মোহিতোষ মণ্ডল,কৃষ্ণ পদ মন্ডল,হীরা লাল দে,অজিত সরদার,মনি পাল,রবীন্দ্র নাথ দাস,আনন্দ সাহু,রাজকুমার সাহু,বিনোদ জ্যোতিষী,অমল বিশ্বাস,তরুণ দে,তপন দে,অর্জুন মুদি,শৈলেন প্রামানিক,নিবারণ মুদি,সঞ্জয় মুদি,ব্রহ্ম মরল,স্বপন দে,শিশির কার্জি,চিনু মা,বিভীষণ মহতো,দিলীপ মাহাতো,সহদেব মণ্ডল,বেবি মণ্ডল,বন্দনা মণ্ডল,কুন্তী মণ্ডল,সুবোধ মণ্ডল,জগন্নাথ পালিত,সুদীপ মণ্ডল,বলরাম গোপ,পঙ্কজ মণ্ডল,রামকৃষ্ণ সরদার,হেম চন্দ্র পাত্র আরো অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

রক্তবীজ কে বিনাশ করার জন্য মা কালী রূপ ধারণ করেছিলেন ঃ সুনীল কুমার দে

১৩ ই নভেম্বর সোমবার হাতার চাপিডি টলাতে কালী পূজা উপলক্ষে মাতাজী আশ্রম হাতার সংসঙ্গ অনুষ্ঠিত হলো।সুনীল কুমার দে কালীপূজার শুভ কামনা জানিয়ে রামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ করলেন।তিনি বললেন,,মা কালী হলো আদি শক্তির প্রলয় রূপ।মা রক্তবীজ কে বিনাশ করার জন্য এই কালী রূপ ধারণ করেছিলেন।যিনি কালের সাথে রমন করেন তিনিই কালী।লোচনা মণ্ডল সারদা মায়ের জীবনী ও সুজতা মরল স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী পাঠ করলেন।শ্যামা সংগীত ও ভক্তিগীতি পরিবেশন করলেন সুনীল কুমার দে,ভাস্কর দে,সহদেব মণ্ডল ও তড়িৎ মণ্ডল।হরগৌরি মাহাতো সৎসঙ্গের উপকারিতা সম্বন্ধে বক্তব্য রাখলেন।সবশেষে হরিনাম সংকীর্তন করা হলো।এই উপলক্ষে মোহিতোষ মণ্ডল,কৃষ্ণ পদ মণ্ডল,অজিত সরদার,মনি পাল,দীপক পাল,পঙ্কজ মণ্ডল,তরুণ দে,তপন দে,অর্জুন মুদি,অমল বিশ্বাস,সঞ্জীব সাহ, সুকুমার মণ্ডল,সুবোধ মণ্ডল,অমিত মণ্ডল,সুদীপ মণ্ডল,সুদীপ কুমার মণ্ডল,প্রশান্ত মণ্ডল,বন্দনা মণ্ডল,অঞ্জলি মণ্ডল,বীরেন মণ্ডল,ব্রহ্ম পদ মরল,চিকু মরল,মুখিয়া সুখলাল সরদার,শিলা পালিত,জগন্নাথ পালিত,তপন মণ্ডল আরো অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

টুকরো খবর

‘যারা নির্বাচন বানচালের নামে অগ্নিসন্ত্রাস করছে তাদের ক্ষমা নেই’

ঢাকা ঃ আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আজকে যারা নির্বাচন প্রতিহতের নামে অগ্নিসন্ত্রাস করছে তাদের কিন্তু ক্ষমা নেই। নির্বাচন বানচালের নামে বিচারপতির বাসায় হামলা করছে, পুলিশ-সাংবাদিকের ওপর হামলা করেছে, তাদের ক্ষমা নেই। রাজধানীর তেঁজগাওয়ে শুক্রবার আওয়ামী লীগের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন। শেখ হাসিনা বলেন, দণ্ডিত আসামি খালেদা জিয়াকে আমি বাসায় থাকার সুযোগ দিয়েছি। তাকে চিকিৎসার জন্য বিদেশ নেওয়ার কথা বলছে তার দল। এখন তাকে বিদেশ যেতে হলে তো আগে কারাগারে যেতে হবে, আইন তাই বলে। তারেক রহমান মাকে দেখতে না আসার বিষয়ে তিনি বলেন, ছেলেই তো মাকে দেখতে এলো না। এই যে, যায় যায়, মরে মরে করতেছে তবুও ছেলে দেখতে এলো না। অগ্নিসন্ত্রাসের জন্য তারেক রহমানকে দোষারূপ করে সরকার প্রধান বলেন, লন্ডনে বসে হুকুম দেয়, সে তো দেশে আসবে না। তার হুকুমে মানুষের ক্ষতি করছে বিএনপি নেতাকর্মীরা। জীবন্ত মানুষ পুড়িয়ে মারছে। তাদের ছাড় নেই। যে দেশে আসার সাহস রাখে না তার কথা কেন শোনেন, বিএনপি কর্মীদের প্রতি এটাই আমার প্রশ্ন। বিএনপির নেতৃত্বের সমালোচনা করে তিনি বলেন, এ দলের নেতাই নেই। খালেদা জিয়াও নির্বাচন করতে পারবেন না, তারেক জিয়াও পারবেন না। তারা দুজনই দণ্ডিত আসামি। তাদের নির্দেশে বিএনপি কেন নির্বাচন বানচালে সন্ত্রাস করছে? শেখ হাসিনা বলেন, বিএনপি নির্বাচন করতে না চাইলে না করুক। সন্ত্রাস করছে কেন? বিএনপি নেতাকর্মীরা অগ্নিসন্ত্রাস করছে। বাস পোড়াচ্ছে, মানুষ পোড়াচ্ছে। তাদের ওপর মানুষের অভিশাপ। নির্বাচন যথাসময়ে হবে জানিয়ে সরকার প্রধান বলেন, বিএনপির জনগণের ভোটে আস্থা নেই। এটা তাদের বিষয়। আমরা সংবিধান মেনে ভোট করব। দেশবাসীর উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যারা অগ্নিসন্ত্রাস করছে তাদের ধরিয়ে দিন। জনগণ সচেতন হলে তারা অগ্নিসন্ত্রাসের সাহস পাবে না।

ডোনাল্ড লুর চিঠি বিএনপির বিজয়, আ.লীগের জন্য অস্বস্তির :রনি

ঢাকা ঃ রাজনৈতিক মতানৈক্য আর সংঘাতের মধ্যেই বুধবার তফশিল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। ঘোষিত তফশিল অনুযায়ী, দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ আগামী ৭ জানুয়ারি। এদিকে এবারের জাতীয় নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক করতে রাজনৈতিক দলের বাইরেও সোচ্চার আছেন বিশ্বের অনেক প্রভাশালী দেশ ও সংগঠন। বিশেষ করে বাংলাদেশের পরিস্থিতি কড়া নজরদারিতে রেখেছে যুক্তরাষ্ট্র। এরই অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু ও ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাসও বেশ আলোচনায় আছেন বাংলাদেশের রাজনীতিতে। বর্তমানে দেশের রাজনীতি কোন পথে যাচ্ছে, এ বিষয়গুলো নিয়ে নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেলে খোলামেলা কথা বলেছেন আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত হওয়া সাবেক সংসদ সদস্য এবং বর্তমানে বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে জড়িত গোলাম মাওলা রনি। রনি বলেন, ডোনাল্ড লু এ অঞ্চলের রাজনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সফল আলোচিত ব্যক্তি। ফলে অনেকের নিকট আশার আলো। আবার অনেকের নিকট মূর্তমান আতঙ্ক। গোলাম মাওলা রনি বলেন, সম্প্রতি তিনি (লু) একটি চিঠি বাংলাদেশের তিনটি রাজনৈতিক দলকে (বিএনপি, আ.লীগ ও জাতীয় পার্টি) দিয়েছেন। সেই চিঠি মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস হস্তান্তরও করেছেন। বলা চলে, এ দুজন ব্যক্তি বর্তমানে খুব আলোচিত এবং আওয়ামী লীগের জন্য চরম বিরক্তিকর। ফলে অনাগত দিনে যদি আওয়ামী লীগের বিজয় হয়, তা হলে তারা এ দুজনকে নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে গান ও কার্টুন বানাবে। সাবেক এ সংসদ সদস্য মনে করেন, আমেরিকা লিখিত ডকুমেন্ট হিসেবে বাংলাদেশকে চিঠি দিয়েছে। এ চিঠির মাধ্যমে আমেরিকাসহ পশ্চিমাবিশ্ব প্রমাণ করে দিল যে, আওয়ামী লীগের পক্ষে সুষ্ঠু নির্বাচন করা সম্ভব নয়। তারা অংশগ্রহণমূলক বা নিরপেক্ষ নির্বাচন করবে না। অথবা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি বলেন, এ বিষয়টি আগে যেভাবে আকার-ইঙ্গিতে বোঝানো হতো, এখন চিঠির মাধ্যমে স্পষ্ট করে বোঝানো হলো। এটি আওয়ামী লীগের জন্য রীতিমতো অবমাননাকর। খুবই অস্বস্তিকর ও কূটনৈতিক বিপর্যয়। যদি তারা এটি উপলব্ধি করতে পারে! আমি মনে করি, আওয়ামী লীগ যত দ্রুতই এ বিষয়টি বুঝতে পারবে, ততই তারা অস্বস্তিকর ও অবমাননাকর পরিস্থিতিতে কম পড়বে। কিন্তু এখনো যদি তারা রঙ তামাশা হিসেবে নেই, তা হলে তারা এখনো বুঝতে পারছে না, যে চারদিক থেকে কীভাবে ঘিরে ধরেছে পশ্চিমা দেশগুলো। তারই একটি নমুন হচ্ছে সম্প্রতি সুইজারল্যান্ডে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের বৈঠক হয়েছে। বাংলাদেশের মানবাধিকার বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সেখানে বাংলাদেশের মানবাধিকার নিয়ে কয়েকটি রাষ্ট্রকে পর্যালোচনার জন্য দায়িত্ব দিয়েছে জাতিসংঘ। তার মধ্যে প্রথমে রাখা হয়েছে পাকিস্তানকে, দ্বিতীয়ত রুমানিয়া। এতে আর বুঝতে বাকি থাকে না পাকিস্তান বাংলাদেশ নিয়ে কী প্রতিবেদন দেবে। তাদের পর্যালোচনার ওপর জাতিসংঘ এ মাসের ২৪ তারিখে সিদ্ধান্ত নেবে। হয়তো এতে দেখা যাবে, আওয়ামী লীগের দুধ ভাত বা সুখস্বপ্ন, দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ডোনাল্ড লুর চিঠি আওয়ামী লীগকে চরম অস্বস্তিতে ফেলেছে। অন্যদিকে বলা যায়, বিএনপির নৈতিক বিজয় হয়েছে। যেহেতু পশ্চিমারা সিল মেরে দিল, এতেই প্রমাণিত হলো বিএনপির যে দাবি, সেটি সঠিক।

সম্পাদকীয়

এ আর রাহমান ভুল করলেন নাকি ঠিক করলেন?

'একটা গানই তো! তার সুরটাকে এদিক‌ওদিক করে গাওয়া হয়েছে। এইই তো! আর কাজটা যিনি করেছেন, তিনি তো রামশ্যামযদুমধু টাইপের শিল্পী নন। তিনি তো অস্কারজয়ী কিংবদন্তি সুরকার, যাকে বলে লিভিং মায়েস্ত্রো এ আর রাহমান। এটুকু উনি করতেই পারেন। এ নিয়ে পানি ঘোলা করার তো কিছু দেখি না।' না। 'কারার ঐ লৌহকবাট ভেঙে ফেল কররে লোপাট'-এই নজরুল সংগীতে এ আর রাহমান নিজের মতো করে সুর বসানোর পর তাঁর সাফাই গাইতে গিয়ে ওপরের কথাগুলোর মতো করে এখন পর্যন্ত কাউকে কিছু বলতে শুনিনি। বরং ভারতে সদ্য মুক্তি পাওয়া 'পিপ্পা' ছবিতে ব্যবহার করা এই গান নিয়ে নানা মহল থেকে প্রতিবাদ উঠেছে। বলা হচ্ছে, এ আর রাহমান যত বড় সংগীতজ্ঞই হোন না কেন, এই কাজ করার অধিকার তাঁর নেই। স্বয়ং কবি কাজী নজরুল ইসলাম যে গানে সুর দিয়ে গেছেন, সেই গানে তাঁর এইভাবে 'মাতব্বরি ফলানো' মোটেও ভালো হয়নি। সংগীতজ্ঞ থেকে সংগীতঅজ্ঞ নজরুল ইনস্টিটিউট থেকে নজরুল একাডেমি পাঁচতলা থেকে গাছতলার লোক সবাই সমালোচনা করছেন।

প্রশ্ন হলো, এই গানের 'বিকৃতি' নিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের বাংলাভাষীরা এত সোচ্চার হলেন কেন? একসঙ্গে সব বাঙালির 'গায়ে লাগল' কেন? সংগীতবিষয়ক ভাসা ভাসা ধারণার ওপর ভর করে আন্দাজ করি, দুইতিন প্রজন্মের ধারাবাহিক চর্চায় গানটি সবার অলক্ষে কখন যে প্রত্যেক বাঙালির একান্ত নিজস্ব সম্পদ হয়ে উঠেছে, তা হয়তো তাঁরা নিজেরাও জানতেন না। এখন সেই সম্পদে এ আর রাহমানের অনাকাঙ্ক্ষিত হাত পড়ায় সবার হুঁশ হয়েছে। সম্পদ বেহাত হওয়ার অনুভূতি তাঁদের সচকিত করেছে। কবিতা, ছবি, গানশিল্পের এসব ফর্ম যেভাবে বিপুলসংখ্যক সাধারণ মানুষের মননে প্রোথিত হয় সে তুলনায় গল্প, উপন্যাস, নাটক বা অন্য কিছু ততটা পরিসর নিয়ে 'জনগণমন' জয় করতে পারে না। গান বা কবিতা জনপ্রিয় হলে তা এক মুখ থেকে অন্য মুখে দ্রুত সঞ্চারিত হয়। যখন কোনো গান বা কবিতা সাধারণ মানুষের একান্ত জাগতিক জীবনের প্রতিভাষ্য হয়ে ওঠে যখন কোনো কবিতা বা গানকে ব্যক্তি অথবা জাতি চেতনেঅবচেতনে তার নিজস্ব মুক্তি ও স্বাধীনতার হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করে নেয়, তখন সেই গান বা কবিতা একটি নিরাকার অথচ প্রবল শক্তিধর সত্তা হয়ে ওঠে। কয়েক প্রজন্ম ধরে সেই গান বা কবিতা চর্চিত হলে সেটির একটি অনির্বচনীয় আদল সামষ্টিক জনমানসে সবার অলক্ষে দাঁড়িয়ে যায়। সেই আদল বা কাঠামো একপর্যায়ে অবিসংবাদিত ও বিতর্কাতীত রূপ নেয়। সাধারণ মানুষের বিবেচনায় সেই রূপ ধ্রুব ও অপরিবর্তনীয় হয়ে ওঠে। এ ধরনের গান বা কবিতা নিয়ে নিরীক্ষা করতে যাওয়ার মধ্যে তীব্র ঝুঁকি থাকে। এসব শিল্পে নতুনত্বের সংযোজন ঘটালে তা শাস্ত্রীয় শিল্পের বিচারে যত উচ্চমার্গীয়ই হোক না কেন, সাধারণ শ্রোতা, পাঠক ও দর্শক তাতে প্রতারিত বোধ করেন। তাঁরা এটিকে সংশ্লিষ্ট কবিতা বা গানটির আদি ফর্ম বা মূল আদলের বিকৃতি বলে মনে করেন। তাঁরা সংযোজিত নতুন সুর বা তাল বা বাণীকে মূল আদলের অঙ্গচ্ছেদকারী হাতিয়ার ঠাউরে তা প্রত্যাখ্যান করেন। এটি তখন ট্যাবু হয়ে ওঠে। 'কারার ঐ লৌহকবাট' গানটি একটি অদৃশ্য অথচ অপরিবর্তনীয় মূর্তি হয়ে বাঙালি জনমানসের বিমূর্ত বেদিতে এক শ বছরের বেশি সময় ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ইতিহাস বলছে, ব্রিটিশ আমলে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যখন সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলছিল, তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সম্পাদনায় 'বাঙ্গলার কথা' নামের একটি সাপ্তাহিক প্রকাশিত হচ্ছিল। ১৯২১ সালের ১০ ডিসেম্বর চিত্তরঞ্জন দাশকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানোর পর পত্রিকাটির হাল ধরেন তাঁর স্ত্রী বাসন্তী দেবী। বাসন্তী দেবী পত্রিকাটির জন্য নজরুলের কাছে একটি কবিতা চেয়ে পাঠান। এর পরিপ্রেক্ষিতে নজরুল এই গান লেখেন। 'ভাঙার গান' শিরোনামে গানটি 'বাঙ্গলার কথা' পত্রিকার ২০ জানুয়ারি ১৯২২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

টাকা দিয়ে বিক্রি হওয়ার ক্ষেত্রে নিজের দলের রহস্য তথ্য কংগ্রেস স্বয়ং খোলাসা করছে

অসমীয়া গামছার সম্মান না করা বদরুদ্দিন আজমল এবং এআইইউডিএফ এর বিধায়কদের গামছা, জাপি না দেওয়ার জন্য প্রত্যেকের প্রতি অনুরোধ মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

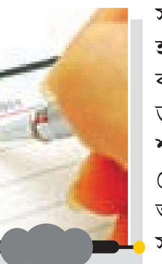

সব্যসাচী শর্মা
প্রাবন্ধিক

অসমবাসীকে একটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এখন থেকে যাতে বদরুদ্দিন আজমল এবং এআইইউডিএফ এর বিধায়কদের গামছা, জাপি দিয়ে সম্মান জানানো না হয় এই অনুরোধ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন যেই ব্যক্তি এবং দল অসমীয়া গামছার সম্মান রক্ষা করতে পারে না তাদের অসমীয়া গামছা গলায় পড়িয়ে সম্মান জানার কি যুক্তি রয়েছে। টাকা দিয়ে বিক্রি হওয়ার ক্ষেত্রে নিজের দলের রহস্য তথ্য কংগ্রেস স্বয়ং খোলাসা করছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী প্রচার সভায় অসমীয়া জাতির স্বভিমান সেলেং চাদর ছুঁড়ে ফেলার অভিযোগ উঠেছে মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলের বিরুদ্ধে। এক্ষেত্রে রাজ্য জুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি এআইইউডিএফ সভাপতির বিরুদ্ধে মরিগাঁও থানায় এজাহার পর্যন্ত দাখিল করা হয়েছে। তাছাড়া কংগ্রেস নেতা তথা সংসদ গৌরব গগৈ, বিধায়ক রকিবুল হোসেন, কংগ্রেস নেতা রানা গোস্বামী, বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতা প্রমুখ এক্ষেত্রে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলের কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন।

গুয়াহাটি মহানগরের আমিনগাঁও স্থিত পূর্ত বিভাগের অতিথিশালায় বুধবার সন্ধ্যায় বিজেপি নেতৃত্বাধীন নেতৃত্বাধীন মিত্র জোটের বৈঠকে অংশ নেওয়ার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে এবার এক্ষেত্রে সরব হয়ে উঠেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন অসমীয়া গামছার সম্মান না করা ব্যক্তিদের অসমীয়া গামছা গলায় পড়িয়ে সম্মান জানানো বন্ধ করে দেওয়া উচিত। এক্ষেত্রে রাজ্যবাসীকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বদরুদ্দিন আজমল এবং এআইইউডিএফ এর বিধায়কদের গামছা, জাপি দিয়ে সম্মান জানানো না হয় এই অনুরোধ করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন বর্তমান রাজ্যে প্রতিজন আজমল শান্তশিষ্ট হয়ে রয়েছেন। এখানে আজমল শুধুমাত্র ব্যক্তি বিশেষের নাম নয় বরং লাভ জিহাদ করা, গরু চুরি করা, জমি জিহাদ করা, শাকসবজিতে সার জিহাদ করা প্রতিজন ব্যক্তিকে বোঝানো হচ্ছে। তার মতন একজন দম থাকা মুখ্যমন্ত্রী থাকার জন্য গত আড়াই বছর ধরে এই আজমলরা রাজ্যে শান্ত হয়ে রয়েছেন বলে উল্লেখ করেন তিনি। এক্ষেত্রে সময় মত খালেক পর্যন্ত ঠান্ডা হয়ে যাবেন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন টাকার বিনিময়ে কংগ্রেসের নেতারা যে বিক্রি হয়ে যান সেটা দলের সভাপতি স্বয়ং জনসম্মুখে বলছেন। অর্থাৎ নিজেদের রহস্য নিজেরাই উদঘাটন করছে কংগ্রেস। এই তথ্য প্রকাশ পাওয়ার পর এবার প্রত্যেকে এটা জানতে পারলো যে টাকার বিনিময়ে কংগ্রেসের বিধায়করা বিক্রি হন। তবে উদাহরণ স্বরূপে তিনি বলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতাকে ১০০০ কোটি টাকা দিলেও তিনি কংগ্রেসের যোগদান করবেন না। অথচ কংগ্রেসের নেতারা টাকার জন্য দল ত্যাগ করতে পারেন। তাছাড়া কংগ্রেসের নেতারা কেন আসেন সেই প্রশ্ন উথাপন করেছেন তিনি। টাকা দিলে কংগ্রেসে বিক্রি হওয়া নেতা রয়েছে সেটা সেই দলের সমস্যা বিজেপির সমস্যা নয়। কংগ্রেস নিজের দলের দুর্বলতা নিজেরাই প্রকাশ করছে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

সামরিক শক্তি দিয়ে ফিলিস্তিনিদের দমানো যাবে না

হাইম ব্রেশিথ জাবনার

৭ অক্টোবরের হামলার পর ইসরায়েল নিঃসন্দেহে ধাক্কা খেয়েছে এবং এটি এখন স্পষ্ট, ফিলিস্তিনে তারা সামরিক অভিযান চালিয়ে এলেও এ সংকটের সমাধান হবে না। ইসরায়েল ৭ অক্টোবরের আগে থেকেই বিভক্ত জাতি ছিল। প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও তাঁর বিচার বিভাগীয় অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে ৯ মাস ধরে ইসরায়েলি নাগরিকদের টানা বিক্ষোভ চলছিল। এর জেরে ইসরায়েলি মেরুকরণ আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ে ছিল। নেতানিয়াহুর সরকারের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভের পরিসর বলা যায় ইসরায়েলের অর্ধেকের বেশি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেনাবাহিনী, মোসাদের সাবেক কর্মকর্তাদের পাশাপাশি অন্য পেশাজীবীরাও এতে শরিক হয়েছেন।

মনে হচ্ছিল, মাস কয়েকের মধ্যেই নেতানিয়াহুর সরকারের পতন হয়ে যাবে। তাঁর সরকারের বিচারিক আইন পরিবর্তনের বৈধতার বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিতে যাচ্ছিলেন, সেদিকেই সবার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। মিসরের গোয়েন্দারা হামাস হামলা চালাতে পারে বলে ইসরায়েলকে সতর্ক করলেও কেউ গাজার দিকে তখন নজর দেয়নি। কিন্তু ৭ অক্টোবরের হামলার পর সবার দৃষ্টি এখন যুদ্ধের দিকে। গাজায় সামরিক অভিযান চালানোর মধ্য দিয়ে ইসরায়েল শেষ পর্যন্ত কী করতে চায়, সেটিই এখন সবার কৌতূহলের বিষয়।

ইসরায়েলের একটি অভ্যন্তরীণ নথি গত ১৩ অক্টোবর দেশটির বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে এসেছে। সেখানে 'হামাসের প্রত্যাশিত পরাজয়ের' পর ইসরায়েল কী করবে, তার একটি পরিকল্পনার কথা বলা আছে। সেই নথিতে বলা হয়েছে, গাজায় সামরিক অভিযান মূলত তিনটি ধাপে পরিচালনা করা হবে।

প্রথম ধাপে গাজার উত্তরাঞ্চলে নিরবচ্ছিন্নভাবে বোমাবর্ষণ করার কথা বলা হয়েছে। এর পরের ধাপে হামাসের সুড়ঙ্গ, বাংকারসহ সব ধরনের ভূগর্ভস্থ যোগাযোগব্যবস্থা ধ্বংস করতে স্থল অভিযান চলবে।

একেবারের শেষ ধাপে ফিলিস্তিনের সব বেসামরিক মুসলমানকে তাড়িয়ে সিনাই উপদ্বীপে পাঠিয়ে দেওয়া হবে এবং সেখান থেকে আর তাদের ফিরতে দেওয়া হবে না।

কয়েক দিন ধরে আমরা এই তিন ধাপবিশিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইসরায়েলকে বর্বরোচিতভাবে গাজাকে ধ্বংস করে ফেলতে দেখছি। এ লেখা যখন লিখছি, তখন গাজায় ১১ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। কয়েক লাখ লোক আহত হয়েছেন এবং এখনো তিন হাজারের বেশি মানুষ বিধ্বস্ত বাড়িঘরের নিচে চাপা পড়ে আছেন।

ইসরায়েলের ক্রোধের কোনো সীমা নেই। ফিলিস্তিনিদের প্রতি ইসরায়েলিদের অমানবিক আচরণ কোনো সামাজিক শক্তির লক্ষণ নয়। বরং এটি ইহুদিবাদের সামাজিক কাঠামোর একটি মারাত্মক ব্যাধি। আমি বিশ্বাস করি, এ ব্যাধিই ইসরায়েলের বিলুপ্তি ঘটাবে।

খুব স্বল্প সময়ের মধ্যেই ইসরায়েল সামরিক শক্তি খাটিয়ে এ সমস্যার সমাধান করতে পারবে বলে মনে হয় না। তবে ইসরায়েলের নাগরিকদের সামষ্টিক জনমানস দৃশ্যত এ সত্য বুঝতে পারছে না। হয়তো সে কারণেই গাজা থেকে সব ফিলিস্তিনিকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার মধ্যেই তারা 'সমাধান' খুঁজছে। ইতিমধ্যে ইসরায়েলি কয়েক মন্ত্রী গাজায় নির্বিচার গণহত্যা চালানোর পক্ষে কথা বলেছেন।

বহু ফিলিস্তিনিকে তাদের ভিটা থেকে তাড়ানোর পরও এখনো সাগর ও নদীর মাঝখানের ভূখণ্ডে ৪০ লাখের বেশি ফিলিস্তিনি আরব বাস করছেন। বহু বছর আগে থেকেই তাদের সেখান থেকে তাড়ানোর পরিকল্পনা লিখিত আকারেই হয়ে আছে। ইসরায়েলের পশ্চিমা মিত্ররা এবং তাদের রাজনৈতিক ও নৈতিক অপরাধের সহচরেরা সেই পরিকল্পনাপত্র না পড়েই তাতে সই করে দিয়েছে। তারা যদি মনে করে যে এটি ইসরায়েলকে সাহায্য করবে এবং এ অঞ্চলে স্থিতিশীলতা আনবে, তবে তারা অবশ্যই ভুলের রাজ্যে আছে।

গোপীরা মধুর ভাবের শ্রেষ্ঠ সাধিকা

সুনীল কুমার দে

রাস পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে সকল কৃষ্ণ ভক্তদের জানাই প্রীতি,শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।কৃষ্ণ লীলা বোঝা খুবই জটিল বিশেষ করে বৃন্দাবন লীলা যা তিনি গোপীদের সাথে ও রাধারাণীর সাথে করেছিলেন।তাই অনেকেই কৃষ্ণের রাসলীলা,রাধা কৃষ্ণের প্রেম,গোপীদের বস্ত্র হরণ প্রভৃতি নিয়ে ভুল ব্যাখ্যা করে,উপহাস করে ও ভুল প্রচার করে।এমন কি অনেক বিধর্মী লোকেরা কৃষ্ণ কে হিন্দুদের চরিত্র হীন ভগবান বলে আখ্যা দেয়।ভগবানের লীলা বোঝা এতো সহজ নয়।তিনি আমাদের মন ও বুদ্ধির অনেক উপরের।তাই শাস্ত্রের গভীরে না গিয়ে ভুল প্রচার করা উচিৎ নয়।কৃষ্ণ বলেছেন,,আমি যা করেছি তা করতে যেও না।আমি যা বলেছি তা মেনে চলার চেষ্টা করো।গোপীরা পূর্ব জন্মে ঋষিগণ ছিলেন।ভগবান কে তারা পতি রূপে ভজনা করতে চেয়েছিলেন।ভগবান তাদের গোপী বানিয়ে মন বানচ্ছা পূর্ণ করেছিলেন।গোপীরা ছিলেন মধুর ভাবের শ্রেষ্ঠ সাধিকা।রাধা রানী ছিলেন কৃষ্ণের আল্হাদিনী শক্তি।রাধা কৃষ্ণের প্রেম কাম রহিত প্রেম,তাদের মধ্যে কোনো শারীরিক সম্মন্ধ ছিলো না।রাধাকৃষ্ণের প্রেম ও মধুর ভাবের সাধনা করতে গিয়ে তাই অনেকেই বিভ্রান্ত ও পথ ভ্রস্ট হয়। তিনি গোপীদের বস্ত্র হরণ করেছিলেন কিশোর বয়সে যাতে যারা বস্ত্র হীন হয়ে নদীতে চান না করে তা শিক্ষা দেওয়ার জন্য।রাস লীলা ভক্ত ও ভগবানের মধুর মিলনের নিদর্শন যেখানে কোনো কামনা বাসনা নেই।প্রত্যেক গোপী কে খুশি করার জন্য যত গোপী তত কৃষ্ণ হয়েছিলেন,ভগবান সবার তা প্রমান করেছিলেন।ভক্তের বাসনা পূর্ণ করেছিলেন। আসুন রাধাকৃষ্ণের ও গোপীদের ভগবানের প্রতি প্রেম ও ভালোবাসাকে আস্বাদান করি ও ভগবান কে ভালোবাসার ও আপন করার চেষ্টা করি।

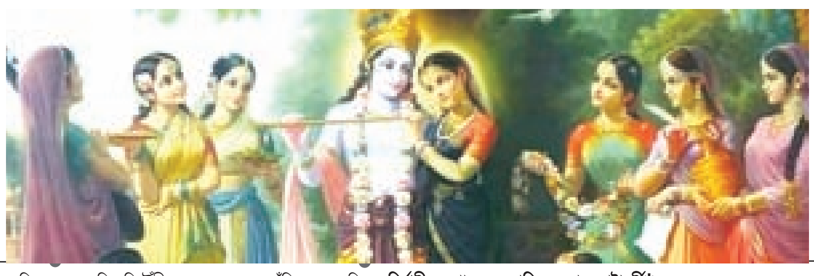

জানা অজানা

মা এক রূপ অনেক

সুনীল কুমার দে

মা এক রূপ অনেক।মা যুগে যুগে আসেন বিভিন্ন রূপে ও বিভিন্ন নামে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য।তিনিই দুর্গা, কালী, লক্ষী, সরস্বতী, জগদ্ধাত্রী এমন কি মা শীতলা ও মা মনসা পর্য্যন্ত।তিনি ই আবার ভগবানের আল্হাদিনী শক্তি।তিনি যুগে যুগে আসেন ভগবানের সাথে লীলা বিলাস করার জন্য।তিনি সীতা, রাধা,বিষ্ণুপ্রিয়া ও মা সারদা। জগদ্ধাত্রী পূজা দেবী পক্ষের শেষ পূজা।তিনি জগৎ কে ধারণ করেন বলেই জগদ্ধাত্রী।জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে মায়ের চরণে জানাই ভক্তি পূর্ণ প্রণাম। মা সর্ব ঘটে বিরাজ করে ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন।মা জগতের মঙ্গল করো মা।পৃথিবী থেকে সকল অন্যায়,অত্যাচার,অনাচার,ব্যভিচার , পাপাচার,অধর্ম,অন্ধকার দূর করো মা।মানুষের মনে সঞ্চিত অশুভ শক্তির বিনাশ করো।সবার মন পবিত্র ও সুন্দর করো।শান্তি ও আনন্দের পথ হলো ধর্মের পথ ও ভক্তির পথ।সবাই কে একদিন এই পথে আসতেই হবে।নান্যাং পন্থা।শান্তি ও আনন্দ লাভের অন্য কোনো আর পথ নেই।এই পৃথিবীতে যত প্রকারের আনন্দ আছে সবই ক্ষণস্থায়ী।কিছু সময়ের জন্য ও কিছু দিনের জন্য এই পৃথিবীতে যত প্রকারের পার্থিব সুখ আছে তা আনন্দ প্রদান করে।ভোগের শেষে বিরক্তি আসে।তখন মানুষ শান্তি খোঁজে।আর সেই বিরক্তি মানুষকে অবশেষে ঈশ্বরের পথে নিয়ে যায়,যে পথ চির আনন্দের পথ।এই আনন্দ সাগরে গেলে জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর অবসান হয়।সৎ চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ আমাদের সত্বা চির আনন্দময় হয়ে উঠে।তখন চিরদিনের মতো আসা যাওয়া ও দুঃখ যাতনা শেষ হয় এটাই আমাদের সনাতন ধর্মের মূল কথা।ঠাকুর বলতেন, ব্রহ্ম কে যখন মানো তখন ব্রহ্মময়ী কে মানবে না কেন।ব্রহ্ম ও শক্তি যে অভেদ।আগুন ও তার দায়িকা শক্তি,সূর্য ও তার কিরণ যেমন পৃথক নয় তেমনি ভগবান ও ভগবতী ও পৃথক ও আলাদা নয়।তিনি সাকার আবার তিনি নিরাকার।তিনি স্বগুন আবার তিনিই নির্গুণ।ব্রহ্ম যখন স্থির থাকে তখন তাকে ব্রহ্ম বলা হয় আর সেই শক্তি যখন সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় করেন তখন তাকে শক্তি বলি। তাই দুর্গা,কালি, জগদ্ধাত্রী ,লক্ষী, সরস্বতী, মা সারদা সেই আদি শক্তির এক একটি রূপ।সেই আদি শক্তির চরণে কোটি কোটি প্রণাম।জয় মা।জয় মা।জয় মা।

সাময়িকী

রাশিয়ার সবচেয়ে 'ভয়ংকর' লোকটার উত্থান যেভাবে

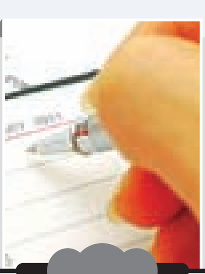

আনিয়া ফ্রি
কলামিস্ট

রুশ রিপাবলিক অব চেচনিয়ার নেতা রমজান কাদিরভ সম্প্রতি পুলিশকে ক্ষমতা দিয়েছেন, চেচনিয়ার রাস্তায় ফিলিস্তিনের পক্ষে কোনো প্রতিবাদ হলে পুলিশ তাঁদের গুলি করে হত্যা করতে পারবে। প্রতিবেশী রুশ রিপাবলিক অব দাগেস্তানে গত ২৯ অক্টোবর সেমেটিকবিরোধী দাঙ্গার ঘটনায় কাদিরভ এ আদেশ দেন। ফিলিস্তিনিদের প্রতি কাদিরভের সমর্থন নেই, সেটা নয়। তাহলে তিনি কেন এমন আদেশ দিয়েছেন? কাদিরভ আসলে দেখাতে চান, চেচনিয়ার (একসময়ে বিদ্রোহীঅধ্যুষিত) ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণের মুঠোটি শক্ত রয়েছে এবং তিনি চাইলেই তাঁর অসীম ক্ষমতা দেখাতে পারেন। কাদিরভ দেখাতে চান, তাঁর এই ক্ষমতা চেচনিয়ার সীমানার মধ্যেই শুধু আবদ্ধ নয়, উত্তর ককেশাসের মুসলিম দেশগুলোতেও তার বিস্তার। রাশিয়াজুড়ে কাদিরভ একজন ভয়ংকর ও সমীহ জাগানো ব্যক্তি। ২০২২ সালে ইউক্রেনে রাশিয়ার পূর্ণ মাত্রার আগ্রাসন শুরুর পর সেটা আরও বেড়েছে। রাশিয়ার রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে তাঁর ক্ষমতা ও প্রভাব তাৎপর্যপূর্ণভাবে বেড়েছে। এই যুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ থেকে তাঁর অবদানের কারণেই সেটা হয়েছে। উত্তর ককেশাসের ছোট্ট এই প্রজাতন্ত্রের নেতা কাদিরভ কীভাবে রাশিয়ার এত ভয়ংকর ব্যক্তিতে পরিণত হলেন? রাশিয়ার ইতিহাস ও চেচনিয়ার রাজনীতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হিসেবে আমরা মনে করি, কাদিরভের ক্ষমতা ও রাজনৈতিক বৈধতার ভিত্তি হলো তাঁর নিষ্ঠুর সেনাবাহিনী, জবাবদিহির অভাব, পুতিনের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবহার। রমজান কাদিরভের বাবা আখমাদ কাদিরভ ১৯৯০-এর দশকে চেচনিয়ার একজন মুফতি ছিলেন। তিনি ও তাঁর ছেলে রমজান কাদিরভ ছিলেন চেচনিয়ার স্বাধীনতাসংগ্রামের কট্টর সমর্থক। যাহোক, ১৯৯৪-৯৬ সালে প্রথম চেচনিয়া যুদ্ধে স্বাধীনতাপন্থী সরকারের সঙ্গে আখমাদের বিরোধ হয়। সেই বিরোধের সূত্র ধরে তিনি ভ্লাদিমির পুতিনের বলয়ে ঢুকে পড়েন। দ্বিতীয় চেচনিয়া (১৯৯৯-২০০৯) যুদ্ধের সময় পুতিন চেচনিয়া প্রজাতন্ত্রের ক্ষমতায় বসান আখমাদকে। দ্বিতীয় চেচনিয়া যুদ্ধে আখমাদের ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তা বাড়ে তাঁর আগ্রাসী ভূমিকার কারণে। ২০০৪ সালে আখমাদ খুনের শিকার হন। সে সময় রমজানের বয়স ২৭ বছর। চেচনিয়ার বৈধভাবে ক্ষমতায় বসার জন্য তাঁর বয়স তখনো তিন বছর কম। এই তিন বছরকে তিনি তাঁর ক্ষমতা সংহত করা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা নিশ্চিত করার কাজে ব্যবহার করেছিলেন। সেটা অর্জনের জন্য তিনি তাঁর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের সরিয়ে দেন, যাঁরা তাঁর বাবার ঘনিষ্ঠ ছিলেন। কয়েকজনকে নীরব করে দেন। কয়েকজনকে নির্বাসনে পাঠান। অন্যদের খুন করা হয়। ২০১১ সালে কাদিরভ খুব বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা দিয়েছিলেন, 'আমিই বস! আমিই স্টিয়ারিংয়ের চাকা!' এই ঘোষণা তিনি দিয়েছিলেন চেচনিয়ার প্রেসিডেন্ট হওয়ার চার বছরের মাথায়। এর পর থেকে তিনি বারবার মানবাধিকার ও আইনের শাসন ভূলুণ্ঠিত করে আসছেন। তাঁর সমর্থকেরা অপহরণ, নির্যাতন ও চেচনিয়ার লোকজনের কাছ থেকে অর্থ লুণ্ঠনে জড়িত। ২০০৭ সালে বয়স ৩০ হলে রমজানকে চেচনিয়ার সরকারপ্রধান করা হয়। সে সময় রাশিয়া তাদের কেন্দ্রীয় বাহিনীকে চেচনিয়ার সন্ত্রাসবাদবিরোধী অভিযানে পাঠিয়েছিল। চেচনিয়ার সব ধরনের নিরাপত্তাসম্পর্কিত সমস্যা ধৈর্যের সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ নেন কাদিরভ। একটা অনুগত সেনাবাহিনী গঠন করতে সফল হন তিনি। উঁচু পেশাদারিত্বের কারণে আধা সামরিক বাহিনী স্থানীয়ভাবে 'কাদিরভিস্তি' নামে পরিচিত। তাঁরা প্রাইভেট সেনাবাহিনী হিসেবে কাজ করে। চেচনিয়ার ভেতরে ভিন্নমতাবলম্বীদের দমন এবং সীমানা পেরিয়ে কাদিরভের প্রতিপক্ষকে নিশ্চিহ্ন করার কাজটি তাঁরা করেন। কাদিরভের ঘনিষ্ঠ সেনারা রুশবিরোধী নেতা, সাংবাদিক, মানবাধিকারকর্মী ও অন্যদের খুনের সঙ্গে জড়িত। যদিও কাদিরভ এসব হত্যাকাণ্ডে সম্পৃক্ততার কথা অস্বীকার করে আসছেন। রাশিয়ার সেনাবাহিনীর সমর্থনে সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে কাদিরভ তাঁর সেনাদের প্রেসিডেন্ট বাশার আলআসাদের পক্ষে যুদ্ধ করতে পাঠান। ২০১৪ সালে ইউক্রেনের দনবাস অঞ্চলে সংঘাত শুরু হলে তিনি সেখানেও তাঁর সেনাদের পাঠান। ২০২২ সালে ইউক্রেন আগ্রাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

পাঠকের চিঠি

অটুট থাকুক বন্ধুত্ব

আমাদের সকলেরই বন্ধু আছে । আসলে বন্ধু সম্পর্কটি ঠিক যেন আকাশের বুকে মেঘের মতো যেন আকাশে তাকালে মেঘও চোখে পড়ে আর আকাশও। প্রতিবছর জুলাই বা আগস্ট মাসের কোনো একদিন পালিত হয় আন্তর্জাতিক বন্ধু দিবস। সেদিন প্রত্যেকেই তার প্রিয় বন্ধুটিকে শুভেচ্ছা বিনিময় করে। পৃথিবীর এক মধুর সম্পর্কের নাম বন্ধুত্ব। যেখানে থাকে এক বিশ্বাস ও নিঃস্বার্থ ভালোবাসা। আমরা সকলে সমাজবদ্ধ জীব ।এই সমাজ জীবন চলতে গিয়ে শুধুই নিজের উপরে নির্ভরশীল হয়ে বেঁচে থাকা যায়না । প্রয়োজন হয় জীবনে ভালো কিছু বন্ধুর। সেক্ষেত্রে সেই বন্ধুকে হতে হবে দায়িত্ববান ও বিশ্বাসযোগ্য। যাকে বিশ্বাস করা যায় অন্তরের অন্তস্থল থেকে। সেই সুদূর অতীত থেকে আজও যেন বন্ধুত্ব শব্দটি তার তাৎপর্যতা হারায়নি। অন্যান্য উৎসবের মতো বন্ধুত্ব দিবসও আজ একটি অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এই বন্ধু দিবসে বন্ধু উপহার দেয় তার প্রিয় বন্ধুটিকে। চলে খাওয়া দাওয়া আর সাথে আড্ডা। তাই আজও বলতে শোনা যায় দেখা হবে বন্ধু কারণে আর অকারণে..

শংকর সাহা, দ.দিনাজপুর

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী প্রচার সভায় অসমীয়া জাতির স্বভিমান সেলেং চাদর ছুঁড়ে ফেলার অভিযোগ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলের বিরুদ্ধে

থানায় এজাহার, গৌরব গগৈ রকিবুল হোসেনের প্রতিক্রিয়া

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ ফের বিতর্কে জড়িয়ে পড়লেন এআইইউডিএফ সভাপতি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। আসন্ন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক তৎপর হয়ে ওঠে রাজ্যের তিনটি লোকসভা কেন্দ্রে ব্যাপক প্রচার অভিযান অব্যাহত রেখেছেন তিনি। ধুবড়ি লোকসভা কেন্দ্রের অধীনে ধুবড়ি, গোয়ালপাড়া, বরপেটা ইত্যাদি বিভিন্ন এলাকায় প্রচার অভিযানের পর বরাক উপত্যকায় গুরুত্বপূর্ণ দলীয় বৈঠকে মিলিত আজমল। অবশেষে নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রে মনোনিবেশ করে মঙ্গলবার লাহরিঘাটে এক বিশাল জনসভায় অংশ নিয়ে কংগ্রেসের ব্যাপক সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন এআইইউডিএফ সভাপতি। কিন্তু এই জনসভায় তার বিরুদ্ধে অসমীয়া জাতির স্বভিমান সেলেং চাদর ছুঁড়ে ফেলার অভিযোগ উঠেছে। তবে এই অভিযোগ অস্বীকার করে এটাকে অযথা বিতর্ক আখ্যা দিয়ে যেকোনো নেতার তুলনায় তার গলায় বেশি গামছা থাকে বলে মন্তব্য করেছেন মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল।

প্রসঙ্গত এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বুধবার এআইইউডিএফ সভাপতি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলের বিরুদ্ধে মরিগাঁও সদর থানায় এজাহার দাখিল করেছেন এক স্থানীয় ব্যক্তি। তাছাড়া এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন একাধিক রাজনৈতিক নেতা। কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ বলেন বিজেপি কিংবা এআইইউডিএফ দল অসমীয়া গামছার সম্মান রক্ষা করতে পারে না। এক্ষেত্রে শুয়ালকুচির শিপিনীদের অবস্থা কি হয়েছে সেটা প্রত্যেকেই লক্ষ্য করছেন। মূলত বিজেপি এবং আজমল বর্তমান ভয়ে কুকরে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। কংগ্রেস বিধায়ক প্রাক্তন মন্ত্রী রকিবুল হোসেন বলেন এই বিষয়টি মূলত মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ভালো করে বলতে পারবেন। কারণ ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যা শিখিয়ে দেন সেটাই বলেন বদরুদ্দিন আজমল। প্রদীপ নেবার আগে যেভাবে বেশি করে জ্বলে বর্তমান আজমলের পরিস্থিতি এটাই হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির উপ সভাপতি রানা গোস্বামী বলেন অসমের জন্য মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল পয়জন। আজমল এবং বিজেপি মিলে এই ধরনের কান্ড চলছে বলে জনতার মুখে মুখে প্রচার হচ্ছে। কারণ বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে অসমের শিপিনীদের গামছা নেই হয়ে গেছে। গুজরাটি মডেল হিসেবে গুজরাটের গামছা অসমে ভরে গেছে। এর কারণ বিজেপি এবং সেই রাজ্যের উদ্যোগীদের সঙ্গে হওয়া এক গোপন চুক্তি। ফলে বদরুদ্দিন আজমল অসমীয়া জাতির অপমান করেছেন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। কংগ্রেসের নেতাদের পাশাপাশি বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতা একইভাবে বদরুদ্দিন আজমলের সমালোচনা করেছেন। এআইইউডিএফ সভাপতির কর্মকাণ্ডে লিপ্ত অসমীয়া জাতির সম্মান হানি হয়েছে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি।

তবে এই প্রসঙ্গে অবশেষে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন স্বয়ং এআইইউডিএফ সভাপতি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে বলেন একজন মুরুব্বী ব্যক্তি সেই জনসভায় বসে ছিলেন। সেই ব্যক্তি হাতের ইশারা দিয়ে তার থেকে সেলেং চাদর চেয়েছিলেন বলে জানান আজমল। অবশেষে সেই ব্যক্তির ইচ্ছা পূরণ করে তিনি সেলেং চাদর তার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। ছুঁড়ে দেওয়া এবং দিয়ে দেওয়ার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু প্রচার মাধ্যম অযথা এই বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। এআইইউডিএফ নানা ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ করে অসমে বিরোধী কি কাজ করছে সেটা প্রত্যেকেই দেখছেন। তিনি প্রথম এভাবে সেলেং চাদর দেননি। এর আগে দশ বিশ বার দিয়েছেন। তাছাড়া অসমের কোনো বিধায়ক কিংবা নেতা গলায় এত অসমে গামছা রাখেননি যেটা তিনি রেখেছেন বলে মন্তব্য করেছেন এআইইউডিএফ সভাপতি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল।

টুকরো খবর

হিন্দুত্বের কার্ড হয় না হিন্দুত্ব আমাদের ধর্ম, হিন্দুত্ব আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাস, হিন্দুত্ব আমাদের জীবনদায়ী বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

ভূপেশ বাগেল যতটা সুবিধা পেয়েছেন ইডি অন্য কোনো রাজনৈতিক নেতাকে সেটা দেয়নি

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ ছত্রিশগড়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল বিজেপি বিধানসভা নির্বাচনে হিন্দুত্বের কার্ড খেলছে। এর জবাবে অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন হিন্দুত্বের কার্ড হয় না হিন্দুত্ব আমাদের ধর্ম, হিন্দুত্ব আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাস, হিন্দুত্ব আমাদের জীবনদায়ী। হিন্দুত্ব গৌরবের বিষয় বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি। তাছাড়া ছত্রিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাগেলের বিরুদ্ধে ইডির অভিযান সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে তিনি বলেন খেলা এখনো শুরু হয়নি। নির্বাচনের পর শুরু হবে। নির্বাচন পর্যন্ত ভূপেশ বাগালকে ছাড় দিয়েছে ইডি। ভূপেশ বাগেল যতটা সুবিধা পেয়েছেন ইডি অন্য কোনো রাজনৈতিক নেতাকে সেটা দেয়নি বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি। প্রসঙ্গত দেশের পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক প্রচার অভিযান অব্যাহত রেখেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। মঙ্গলবার এবং বুধবার দুই দিন ছত্রিশগড়ের বিভিন্ন নির্বাচনী প্রচার সভায় অংশ নিয়ে শাসক দল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আক্রানাত্মক হয়ে উঠেছেন তিনি। উল্লেখ্য গত ৭ নভেম্বর ছত্রিশগড়ে বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম পর্যায়ের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর এবার ছত্রিশগড়ে আগামীর ১৭ নভেম্বর দ্বিতীয় তথা চূড়ান্ত পর্যায়ের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সহ বিজেপির শীর্ষ নেতারা এই রাজ্যে নির্বাচনী প্রচার চালিয়েছেন। এরই অংশ হিসেবে বিজেপির ষ্টার ক্যাম্পেনার হিসেবে ছত্রিশগড়ের একাধিক নির্বাচনী প্রচার জনসভায় অংশ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বিভিন্ন নির্বাচনী প্রচার জনসভায় অংশ নেওয়ার পাশাপাশি নানা সময়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন তিনি। বিজেপি হিন্দুত্বের কার্ড ব্যবহার করে নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে বলে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন হিন্দুত্বের কার্ড হয় না। হিন্দুত্ব আমাদের ধর্ম, হিন্দুত্ব আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাস, হিন্দুত্ব আমাদের জীবনদায়ী। হিন্দুত্ব গৌরবের বিষয় বলে উল্লেখ করেন তিনি। ছত্রিশগড়ে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রীর প্রার্থী সংক্রান্তে প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন দলের প্রতিজন কার্যকর্তা মুখ্যমন্ত্রী। কংগ্রেসে এক ব্যক্তি এক পরিবার চলে। কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টিতে সব চলে। বিজেপি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নামে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে বলে প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দলের নেতা। প্রতিটি নির্বাচনে বিজেপি প্রধানমন্ত্রীর নামেই নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এটাতে নতুন উত্তর কিছু নেই বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। একইভাবে এক অন্য জনসভায় অংশ নেওয়ার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি বলেন মহাদেব অ্যাপ বানিয়ে সেটার মাধ্যমে লুণ্ঠন করার মতন দুর্নীতি দেশে কোথাও কখনো হয়নি। দেশের কোথাও কোন রাজ্যে এই ধরনের দুর্নীতির পদ্ধতি সৃষ্টি করা হয়নি যেটা ছত্রিশগড়ে হয়েছে। অ্যাপ বানিয়ে টাকা লুণ্ঠন করা সম্ভব এই ধরনের চিন্তাধারা কোনো রাজনৈতিক নেতার মাথায় আসেনি। এক্ষেত্রে ভূপেশ বাগেলের চিন্তাধারা কতদূর এগিয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। ইডির অভিযান সংক্রান্তে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন ভূপেশ বাগেল জানেন তিনি কারাগারে যাচ্ছেন। তাছাড়া তার বাড়িতে ইডি এখনো আসেনি। নির্বাচনের পর ইডির অভিযান শুরু হবে। ইডির তরফ কোনো ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এটা ইডির মহানভাবতা যে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য ভূপেশ বাগেলকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। তাকে সময় দিয়েছে ইডি। নির্বাচনের আগে তাদের তদন্তে ছত্রিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রীকে সামিল করা হয়নি। ভূপেশ বাগেল ইডি থেকে যেই সুবিধা পেয়েছেন সেটা দেশের কোনো রাজনৈতিক নেতা পাননি বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির মিত্র জোটে থাকা মোট পাঁচটি দল নরেন্দ্র মোদিকে তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তুলে ধরতে ঐক্যবদ্ধ ভাবে লড়াই করার সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে আসন ভাগাভাগি নিয়ে বৈঠক, মাসে একবার করে মিত্র জোটের বৈঠকের সিদ্ধান্ত, লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত মিত্র জোটের মধ্যে দল বদলে নিষেধাজ্ঞা

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এবার আনুষ্ঠানিকভাবে তৎপরতা শুরু করেছে শাসক পক্ষ। রাজ্য বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতার আহ্বানে আযোজিত মিত্র জোটের পাঁচটি দলের বৈঠকে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানান লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির মিত্র জোটে থাকা মোট পাঁচটি দল নরেন্দ্র মোদিকে তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ ভাবে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একইভাবে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে মিত্র জোটের মধ্যে আসন ভাগাভাগি নিয়ে ফের বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তাছাড়া মাসে একবার করে মিত্র জোটের বৈঠক আযোজনের ক্ষেত্রে প্রতিটি দল সহমত পোষণ করেছে। লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত মিত্র জোটের মধ্যে দল বদলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। উল্লেখ্য লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে শাসক বিরোধী উভয় পক্ষের রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। কংগ্রেস ইতিমধ্যে ১৫ দলের সঙ্গে একত্রিত হয়ে বিরোধী ঐক্য মঞ্চ গঠন করেছে। এআইইউডিএফ রাজ্যের তিনটি লোকসভা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার প্রস্তুতি নিয়েছে। এবারে খেতে শরম হয়ে উঠেছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্র জোট। বুধবার সন্ধ্যায় গুয়াহাটি মহানগরের আমিনগাঁও স্থিত পূর্ত বিভাগের অতিথিশালায় মিত্র জোটের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকে প্রতিটি দলের সভাপতি সহ মন্ত্রী, বিধায়ক এবং দলের শীর্ষ নেতারা উপস্থিত ছিলেন। ছত্রিশগড়ে দুইদিন নির্বাচনী প্রচার জনসভায় অংশ নিয়ে সেখান থেকে মহানগরের লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উপস্থিত হয়ে সরাসরি এই বৈঠকে অংশ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি বলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতার আমন্ত্রণ অনুযায়ী অসম গণ পরিষদ, ইউ পি পি এল, গণশক্তি অসম এবং রাভা যৌথ মঞ্চের নেতারা বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। বৈঠকে এই পাঁচটি দল একত্রিতভাবে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ভারতের তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি যাতে নির্বাচিত হন সেটার জন্য একত্রিতভাবে কঠোর পরিশ্রম করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রতিটি দল। নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে এই মিত্র জোটের দলগুলো কিভাবে রাজ্যের ১৪ টি আসন নিজেদের মধ্যে বিতরণ করবে সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে ঠিক করা হবে বলে বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা শর্মা বলেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পরামর্শ অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি মাসে আসন বিতরণের ক্ষেত্রে যাবতীয় পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত মিত্র জোটে থাকা দলগুলো একটি দল থেকে অন্য দলে নেতাকর্মীদের গ্রহণ করবে না। ফলে মিত্র জোটের মধ্যে যাবতীয় দল বদল আপাতত নিষিদ্ধ করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন মিত্র জোটে থেকে পাঁচটি দলের মধ্যে গ্রাম পর্যায়ে মন্ডল পর্যায়ে জেলা পর্যায়ে দল বদল হয়ে থাকে। সেটা লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত বন্ধ করে রাখা হয়েছে। তাছাড়া মাসে একবার করে অন্তত মিত্র জোটের বৈঠক আযোজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিপিএফ সংক্রান্তে তিনি বলেন এই দলটির প্রার্থীদের পরাজিত করে বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হয়েছে মিত্র জোটে থাকা দলগুলো। বিপিএফ যেহেতু রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিজেপিকে সাহায্য করেছে ফলে দলটি বিধানসভার মিত্র বিধায়নি দলের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক মিত্র জোটে নেই। ফলে বিপিএফ প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করা আসনে যাতে দলটি বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্র জোটকে সমর্থন জানায় সেক্ষেত্রে তাদের অনুরোধ জানানো হবে। তাছাড়া বিজেপির নীতি অনুযায়ী উপজাতি নেতাদের বিরুদ্ধে কোন ধরনের মন্তব্য করা হয় না। ফলে তাদের থেকে সমর্থন আদায়ের ক্ষেত্রে তিনি স্বয়ং সময় মত বিপিএফ এর সঙ্গে আলোচনা করবেন বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা শর্মা।

মহব্বতে লেনদেন হয় না, রাহুল গান্ধী মহব্বতের দোকান নয় বরং মহাদেব অ্যাপের লেনদেনের দোকান চালাচ্ছেন বলে অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

দেশে যদি কোনো দুর্নীতির বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হয় তাহলে ছত্রিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাগেল সেটার উপাচার্যের দায়িত্বে থাকবেন

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ দেশের পাঁচটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক ব্যস্ত উঠেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। দুইদিন ধরে ছত্রিশগড়ে ম্যারাথন প্রচার অভিযানে অংশ নিয়ে কংগ্রেসের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছেন তিনি। ভূপেশ বাগেলকে আক্রমণ অব্যাহত রেখে তিনি বলেছেন দেশে যদি কোনো দুর্নীতির বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হয় তাহলে ছত্রিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী সেটার উপাচার্যের দায়িত্বে থাকবেন। তাছাড়া এবার রাহুল গান্ধীর প্রসঙ্গে আক্রানাত্মক হয়ে উঠেন ড০ শর্মা। মহব্বতের দোকান চালাচ্ছেন বলে রাহুল গান্ধীর মন্তব্যের বিরোধিতা করে তিনি বলেন মহব্বতে লেনদেন হয় না। রাহুল গান্ধী মহব্বতের দোকানে নয় বরং মহাদেব অ্যাপের লেনদেনের দোকান চালাচ্ছেন বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

প্রসঙ্গত গত ৭ নভেম্বর ছত্রিশগড়ে প্রথম পর্যায়ের বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর এবার রাজ্যটিতে আগামীর ১৭ নভেম্বর দ্বিতীয় তথা চূড়ান্ত পর্যায়ের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ছত্রিশগড় বিধানসভা নির্বাচনে ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সহ বিজেপির শীর্ষ নেতারা ব্যাপকভাবে নির্বাচনী প্রচার অভিযানে অংশ নিয়েছেন। দলের অন্যান্য নেতাদের পাশাপাশি বিজেপির স্টার ক্যাম্পেনার মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মঙ্গলবার এবং বুধবার রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনী প্রচার জনসভায় অংশ নিয়ে কংগ্রেস এবং মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাগেলের তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেছেন। তবে এবার সর্বভারতীয় কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি তথা সাংসদ রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মন্তব্য করে তার সমালোচনা মুখর হয়ে ওঠেন তিনি।

ছত্রিশগড়ের এক জনসভায় অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন রাহুল গান্ধী সর্বদা যুবনেতা হিসেবে রয়েছেন। তার কার্যকলাপ সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেটার বিষয়ে তিনিই সঠিক জানেন। কখনো কখনো তার মা সোনিয়া গান্ধীর জন্য মনে কষ্ট হয়। এত বড় বয়সের বেকার ব্যক্তি সারা ভারতের কোথাও নেই। বর্তমান রাহুল গান্ধী তার মার জন্য বোঝা হয়ে গেছেন সঙ্গে ভারতের জন্যও তিনি এক বোঝা। তবে কোথাও যদি তার কোনো চাকরি হয়ে যেত তাহলে ভালো হতো বলে কটাক্ষ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শর্মা। তিনি বলেন রাহুল গান্ধী সারাদেশে ঘুরে ফিরছেন এবং সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদিকে গালিগালাজ করছেন। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কোভিড ভ্যাকসিন লাগিয়ে তিনি ঘুরছেন। ভারত পাকিস্তানকে ক্রিকেট ম্যাচে হারালে রাহুল গান্ধী কোনদিনও টুইট করেন না বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন রাহুল গান্ধী মহব্বতের দোকান খুলেছেন বলে মন্তব্য করেন। কিন্তু মহব্বতে লেনদেন হয় না। ভালোবাসায় লেনদেনের অবকাশ নেই। ভালোবাসা লেনদেন হয় না কিন্তু দোকানের লেনদেন হয়। মহব্বত কিংবা ভালোবাসা এবং দোকান দুটি পৃথক বিষয়। রাহুল গান্ধী বলেন তিনি মহব্বতের দোকান চালাচ্ছেন অর্থাৎ তার দোকানে লেনদেন হয়। সেখানে ভালবাসা নেই। রাহুল গান্ধী মহব্বতের দোকান চালাচ্ছেন অর্থাৎ তিনি লেনদেনের দোকান চালাচ্ছেন, মহাদেব অ্যাপের লেনদেনের দোকান চালাচ্ছেন বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তিনি। ড০ শর্মা বলেন ছত্রিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ভূপেশ বাগেল আড়াই বছর এই দায়িত্বে থাকা কথা ছিল। কিন্তু তিনি পাঁচ বছরই মুখ্যমন্ত্রী থাকলেন। অর্থাৎ এর জন্য দিল্লিতে কত বাক্স পাঠানো হয়েছে সেটার হিসাব নেই। ছত্রিশগড়ের সাধারণ গরিব জনতার মাল ওই বাক্সে ভূপেশ বাগেল দিল্লি পাঠিয়েছেন বলে অভিযোগ জানান তিনি।

রাহুল গান্ধীর পাশাপাশি ভূপেশ বাগেলের কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন ছত্তিশগড়ে গোবরের ঘোটালা পর্যন্ত হচ্ছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কয়লার ব্যবসার জন্য ডিজিটাল ব্যবস্থা করেছিলেন সেটাও বন্ধ করে দিয়ে ম্যানুয়েল করেছেন ভূপেশ বাগেল। এই কয়লার ঘোটালাতেও তিনি জড়িত। গঙ্গা মার শপথ খেয়ে মদের দোকান বন্ধ করে দিবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। দোকান তো বন্ধ হয়নি, বরং ছত্রিশগড়ে মদের হোম ডেলিভারি শুরু হয়ে গেছে। সেসঙ্গে নকল মদের রমরমা ব্যবসা চলছে। ছত্রিশগড়ে মদের উপরে দুটি কর রয়েছে। একটি হলো এক্সাইজ ট্যাক্স এবং আরেকটি হলো ভূপেশ বাগেল ট্যাক্স বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। অসমের মুখ্যমন্ত্রী বলেন তাছাড়া মহাদেব অ্যাপের মাধ্যমে ৫০৮ কোটি টাকার লুণ্ঠন করেছেন ভূপেশ বাগেল। কিন্তু হিন্দুদের দেবতা মহাদেবের নামে অ্যাপ বানানোর কি প্রযোজন ছিল। অ্যাপ এর নাম ভূপেশ বাগেল দেওয়া যেত। এভাবে ভগবানের নামের দুর্ব্যবহার উচিত হয়নি বলে মন্তব্য করেন তিনি। ছত্রিশগড়ের বহু দুর্নীতিতে মুখ্যমন্ত্রী জড়িত রয়েছেন। দেশে যদি কোনো দুর্নীতির বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হয় তাহলে ছত্রিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাগেল সেটার উপাচার্যের দায়িত্বে থাকবেন বলে মন্তব্য করেন তিনি।

বিধানসভা নির্বাচনের ছত্রিশগড়ে বিজেপির সরকার গঠন হলে অসমের মতো এই রাজ্যেও এক লক্ষ গরীব মেধাবী যুবকযুবতীদের সরকারি চাকরি দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন অসমের বিধানসভা নির্বাচনে ভূপেশ বাগেল নির্বাচনী প্রচার অভিযান অংশ নিয়ে ছত্রিশগড়ে যুবকযুবতীদের বেকার ভাত্তা দেওয়া হয় বলে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু পরে এটা জানা গেছে যে তিনি ছত্রিশগড়ে এই ধরনের কোনো পদক্ষেপ নেননি। তাছাড়া একজন মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের বেকার ভাত্তা দেওয়া শোভা পায় না। মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব বেকার যুবক যুবতীদের সরকারি চাকরি দেওয়া বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ শর্মা বলেন অসমে যে সময় এক লক্ষ যুবকযুবতীদের সরকারি চাকরি দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল সেটা অসম্ভব বলে মন্তব্য করেছিলেন ভূপেশ বাগেল। কিন্তু গত ১৭ মে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে আমন্ত্রণ করে ডেকে এনে এক লক্ষ যুবকযুবতীকে সরকারি চাকরির নিযোগপত্র তুলে দেওয়া হয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। এক্ষেত্রে কোনো ধরনের দুর্নীতি হয়নি। ঠিক একই ভাবে ছত্রিশগড়ে বিজেপি সরকার গঠন হলে কোনো ধরনের দুর্নীতি ছাড়া এক লক্ষ যুবক যুবতীরা চাকরি পাবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড সফরে পাকিস্তানের প্রধান কোচও হাফিজ

মুম্বাই ঃ বিশ্বকাপব্যর্থতার পর দ্রুতই পাকিস্তান দলের কোচিং স্টাফে আসে ব্যাপক রদবদল। সেই রদবদলের অংশ হিসেবে মিকি আর্থারকে সরিয়ে আগেই দলের পরিচালকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মোহাম্মদ হাফিজকে। এবার ঘোষণা করা হলো, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড সফরে ৪৩ বছর বয়সী হাফিজই থাকবেন পাকিস্তানের প্রধান কোচের ভূমিকায়। বিশ্বকাপে পাকিস্তানের প্রধান কোচ ছিলেন গ্রান্ট ব্র্যাডবার্ন।

পাকিস্তান দলে কোচিংয়ে রদবদল শুরু হয় ১৫ নভেম্বর। সেদিনই পাকিস্তানের অধিনায়কের পদ থেকে সরে দাঁড়ান বাবর আজম। তিন সংস্করণেই পাকিস্তানের অধিনায়ক ছিলেন তিনি। তাঁর জায়গায় পাকিস্তান টেস্ট দলের নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছে শান মাসুদকে। আর টিটোয়েন্টির অধিনায়কত্ব পেয়েছেন শাহিন আফ্রিদি। ওয়ানডে দলের অধিনায়ক এখনো কাউকে করা হয়নি।

ইএসপিএন ক্রিকইনফো জানিয়েছে, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ভবিষ্যতে দলের পরিচালক ও প্রধান কোচের দায়িত্ব একজনকেই দেওয়া হবে। সেই সিদ্ধান্তের অংশ হিসেবে তারা ডিসেম্বরে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৩ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ আর জানুয়ারিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৫ ম্যাচের টিটোয়েন্টি সিরিজের জন্য প্রধান কোচ করেছে হাফিজকে।

পাকিস্তানের হয়ে সর্বশেষ ২০২১ সালে খেলা সাবেক এই অলরাউন্ডারের এর আগে কোচিংয়ের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। তবে তাঁর হাত ধরেই পাকিস্তান এবারের বিশ্বকাপের ব্যর্থতা ভুলে আবার নতুন করে যাত্রা শুরু করতে চায়।

১৯৯২ সালের পর আবার বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন নিয়ে ভারতে পা রেখেছিল পাকিস্তান। কিন্তু প্রথম রাউন্ডে ৯ ম্যাচের মাত্র ৪টি জিতে ছিটকে পড়েছে তারা। এর পর থেকেই দলটির খেলোয়াড়, কোচিং স্টাফ আর বোর্ডের সমালোচনায় মুখর হন পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটাররা।

অস্ট্রেলিয়া এখনো নড়বড়ে, বলছেন গৌতম গম্ভীর

মুম্বাই ঃ বিশ্বকাপে একেকটা ম্যাচ শেষ হয়, নতুন করে প্রশ্নটি সামনে আসে ভারতকে থামাবে কারা? প্রথম পর্বে টানা ৯ ম্যাচ জিতে সেমিফাইনালে উঠেছে ভারত। সেমিফাইনালে তারা উড়িয়ে দিয়েছে নিউজিল্যান্ডকে। বিশ্বকাপ ট্রফি উঁচিয়ে ধরার পথে রোহিত শর্মার দলের সামনে আর মাত্র একটিই বাধাফাইনাল।

আগামী পরশু সেই ফাইনালে ভারতের প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া। অনেকেই বলছেন, ভারতকে থামাতে পারলে প্যাট কামিন্সের অস্ট্রেলিয়াই পারবে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে দেখে ভারতের সাবেক ব্যাটসম্যান গৌতম গম্ভীরের মনে হয়েছে, অস্ট্রেলিয়া এখনো খুবই নড়বড়ে!

বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ২৪ রানের মধ্যে ৪ উইকেট তুলে নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাকে চাপে ফেলে দিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। সেখান থেকে ডেভিড মিলারের শতকে শেষ পর্যন্ত ২১২ রান করে প্রোটিয়ারা। এই রান তাড়া করতে নেমে উদ্বোধনী জুটিতেই ৬০ রান তুলে ফেললেও অস্ট্রেলিয়া শেষ পর্যন্ত জেতে ৩ উইকেটে। ম্যাচটি দেখার পর গম্ভীরের মনে হয়েছে, ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ভারত আত্মবিশ্বাসী থাকতে পারে। স্টার স্পোর্টসে তিনি বলেছেন, ‘আমার মনে হয় না অস্ট্রেলিয়া সেমিফাইনালে তাদের ‘এ’ শ্রেণির খেলা খেলতে পেরেছে। অস্ট্রেলিয়া এখনো অনেক নড়বড়ে।’

এটুকু বলে অবশ্য রোহিত শর্মাদের একটু সতর্ক করেও দিয়েছেন গম্ভীর, ‘তবে হ্যাঁ, তারা জানে নকআউটে কীভাবে ম্যাচ জিততে হয়। ফাইনালে ভারতকে ‘এ’ শ্রেণির খেলাটাই খেলতে হবে। ১০ ম্যাচ ধরে যে খেলাটা তারা খেলছে, ফাইনালেও সেটাই খেলতে হবে।’

উরুগুয়ের কাছে হারার পর ব্রাজিলের বিপক্ষে ভালো খেলার প্রত্যয় মেসিস্কালোনির

উরুগুয়ে (ওয়েবডেস্ক) ঃ অবশেষে আর্জেন্টিনা হারল। বুয়েনস এইরেসে ২০২৬ বিশ্বকাপের দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বাছাইয়ে উরুগুয়ের বিপক্ষে ২-০ গোলে হেরেছে তারা। কাতার বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে সৌদি আরবের কাছে ২-১ গোলে হারের পর এটিই আর্জেন্টিনার প্রথম হার। ম্যাচের হিসাবে ১৪ ম্যাচ পর। আর বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে টানা ২৫ ম্যাচ পর হারের মুখ দেখেছে আর্জেন্টিনা। এমন হারে অবশ্য আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি মোটেই বিচলিত নন বরং এই আজেন্টাইন মনে করিয়ে দিয়েছেন, বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বলেই আর্জেন্টিনা অজেয় দল নয়। আর্জেন্টাইন কোচকে খুব বেশি বিচলিত না হলেও চলছে। কারণ, এই হারের পরও ১২ পয়েন্ট নিয়ে বাছাইপর্বে শীর্ষেই আছে তিনবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। তবে স্কালোনি স্বীকার করেছেন, দিনটা তাঁদের ছিল না। পুরো ম্যাচেই ছিল উরুগুয়ের দাপট। ম্যাচ শেষে সংবাদমাধ্যমে স্কালোনি বলেছেন, ‘সত্যি বলতে আমরা কখনোই এই ম্যাচে স্বাচ্ছন্দ্যে ছিলাম না। এ জয়টা তাদের প্রাপ্য, কোনো সন্দেহ নেই। সত্য এটাই যে আমরা পুরো ম্যাচেই খেলার কৌশল খুঁজে পাইনি। দ্বিতীয়ার্ধে কিছু পরিবর্তন এনে ভুলগুলো শোধরানোর চেষ্টা করেছি, কিন্তু মনে হয়েছে এটা আমাদের দিনই ছিল না। আবারও বলছি, তারা যেভাবে খেলেছে, কৃতিত্বটা তাদেরই।’

২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে আর্জেন্টিনার পরের ম্যাচ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিলের বিপক্ষে। ২২ নভেম্বর ব্রাজিলের বিপক্ষে ম্যাচটি তারা খেলবে রিও ডি জেনিরোর মারাকানা স্টেডিয়ামে। সেই ম্যাচে নিজেদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা, ‘কঠিন একটা ম্যাচ আসছে। আমরা আমাদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব। আমার মনে হয়, এ দলটা দেখিয়েছে কঠিন পরিস্থিতি থেকে ঘুরে দাঁড়াতে পারে। দল হিসেবে আপনি হারবেন, জিতবেন, অন্য কোনো উপায় নেই। মাঝেমধ্যে এমন সময়ও আসে, যখন প্রতিপক্ষকে কৃতিত্ব দিতে হয়। বিশ্ব চাম্পিয়ন বলেই ভাবি না যে আমরা আর হারব না। আমরা অজেয় দল নই আগেও বলেছি, বলে যাব। খেলোয়াড়েরা জানে, মানুষ তাদের পাশে আছে। আশা করছি, সামনেও এমনটাই থাকবে।’ ব্রাজিলের বিপক্ষে সেরাটা খেলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক লিওনেল মেসিও, ‘উরুগুয়ে খুব ভালো খেলেছে। আমাদের আজ হারতে হয়েছে। এটা হতেই পারে। তবে এখান থেকে ঘুরে দাঁড়াতে হবে এবং ব্রাজিলের বিপক্ষে দারুণ খেলার চেষ্টা করতে হবে।’ আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ম্যাচের আগে ছন্দে নেই ব্রাজিলও। বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে আজ কলম্বিয়ার বিপক্ষে ২-১ গোলে হেরেছে ব্রাজিল।

অকারণে ভারতের গায়ে বিতর্কের কালি

মুম্বাই ঃ ভারতীয় দলের চাওয়া পূরণ করতেই যে উইকেটের পরিবর্তন, এটা নিয়ে তর্ক মানে অহেতুক সময় নষ্ট। জানতে ইচ্ছা করে, রাহুল দ্রাবিড়রোহিত শর্মাদের কি এখন মনে হচ্ছে না, এই বিতর্কটার জন্ম না দিলেই ভালো হতো! দুই ম্যাচে ব্যবহৃত উইকেট তো মোটেই তাঁদের চাওয়া অনুযায়ী আচরণ করেনি। মাঝখান থেকে অকারণে একটা কালি লেগে গেল গায়ে।

ম্যাচে রান হয়েছে মোট ৭২৪। এই বিশ্বকাপে এর চেয়ে বেশি রান দেখেছে মাত্র দুটি ম্যাচ। তবে বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে এত রান? না, প্রশ্নই আসে না। এর আগে ১ নম্বরে ছিল ২০১৫ বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডদক্ষিণ আফ্রিকা যে সেমিফাইনাল, সেটিতে রান এর চেয়ে ১৪৪ কম।

ম্যাচে যে ১৪ উইকেট পড়েছে, তার ১৩টিই পেসারদের। স্পিনে যে মাত্র একটি, এটা তো আর বলার দরকার পড়ছে না। কী ব্যাপার, ওয়াংখেড়ের এই উইকেট নিয়ে না এত হইচই! এটি না ভয়াবহ এক টার্নিং উইকেট হবে, যেখানে বল পড়েই লাট্টুর মতো ঘুরতে শুরু করবে।

এখনো কাল রাতের অস্ট্রেলিয়াদক্ষিণ আফ্রিকা সেমিফাইনালের ঘোরে থাকলে হয়তো খটকা লাগছে। এটা কোন সেমিফাইনালের কথা হচ্ছে? সংখ্যাটংখ্যা কিছুই তো মিলছে না। ও আচ্ছা, ওয়াংখেড়ের উইকেট তো বলাই হয়েছে। ওটা চোখ এড়িয়ে না গেলে আপনার বুঝে ফেলার কথা, এসব পরিসংখ্যান গত পরশু প্রথম সেমিফাইনালের। যে সেমিফাইনাল শুরুর আগেই বড় বিতর্ক। কেন্দ্রবিন্দুতে স্বাগতিক ভারত। সেমিফাইনালের জন্য ঠিক করে রাখা বিশ্বকাপে অব্যবহৃত নতুন উইকেটের বদলে ম্যাচ এর পাশের উইকেটে। যেটিতে এর আগে বিশ্বকাপের দুটি ম্যাচ হয়েছে। উদ্দেশ্য পরিস্কার, ভারতের চিরন্তন শক্তির জায়গা স্পিন যেন আরও ধারালো হয়ে উঠে নিউজিল্যান্ডকে ফালা ফালা করে দিতে পারে।

খবরটার সত্যতা নিয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না। কারণ, স্কুপটা করেছেন লরেন্স বুথ। ইংল্যান্ডের ডেইলি মেইলএর ক্রিকেট প্রতিনিধি। এর চেয়েও বড় পরিচয়, ক্রিকেটের বাইবেল বলে পরিচিত উইজডেন ক্রিকেটার্সএর সম্পাদক। শোনা কথায় নিউজ করে ফেলার মতো লোক তিনি নন। তার চেয়েও বড় কথা, নিউজটাতে সব তথ্যপ্রমাণই ছিল। ক্ষুব্ধ আইসিসির পিচ পরামর্শক অ্যান্ডি অ্যাটকিনসনের পাঠানো ইমেইল থেকে উদ্ধৃতিও। সবচেয়ে বড় কথা, খবরটা করার সময়ই তো ঝুঁকিটা তাঁর জানা ছিল। ঘটনা সত্যি কি না, এটা তো কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সবাই জেনে যাবে।

তা ওয়াংখেড়েতে গিয়ে সবাই দেখলেন, সেমিফাইনালের উইকেট আসলেই বদলে গেছে। তা এই পুরোনো বিষয় নিয়ে আবার এত কথা কেন? তার ওপর আবার এই সময়ে! বিশ্বকাপ যখন ক্ষণ গুনছে ফাইনালের। যে ফাইনালের ট্যাগলাইনএই বিশ্বকাপের সেরা দল বনাম বিশ্বকাপ ইতিহাসের সফলতম দল।

ওই যে বিশ্বকাপের সেরা দল কথাটা, সেটিই আসলে সেমিফাইনালে ওয়াংখেড়ের উইকেটবিতর্কটাকে চাপা পড়তে দিচ্ছে না।

ভারতীয় দলের চাওয়া পূরণ করতেই যে উইকেটের পরিবর্তন, এটা নিয়ে তর্ক মানে অহেতুক সময় নষ্ট। জানতে ইচ্ছা করে, রাহুল দ্রাবিড়রোহিত শর্মাদের কি এখন মনে হচ্ছে না, এই বিতর্কটার জন্ম না দিলেই ভালো হতো! দুই ম্যাচে ব্যবহৃত উইকেট তো মোটেই তাঁদের চাওয়া অনুযায়ী আচরণ করেনি। মাঝখান থেকে অকারণে একটা কালি লেগে গেল গায়ে। যেটিকে স্বাগতিকের সুবিধার চেয়েও টাকাপয়সার জোরে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্তা হয়ে ওঠার ক্ষমতার অপব্যবহারের আরেকটা উদাহরণ হিসেবেই ধরে নিচ্ছে সবাই।

এই বিশ্বকাপে ভারতই একমাত্র দল, যারা রাউন্ড রবিন লিগের ৯টি ম্যাচ খেলেছে ৯টি ভেন্যুতে। সেসব ভেন্যুর উইকেট তৈরিতেও ভারতীয় দলের চাওয়ানা চাওয়ার ভূমিকা হয়তো ছিল। তবে ভারত এমনই বিশাল এক দেশ যে একেকটা ভেন্যুর উইকেটের একেক চরিত্র। চাইলেই যা পুরোপুরি বদলে দেওয়া সম্ভব নয়। লিগ পর্বে ভারতের টানা ৯ জয় তাই সব ধরনের উইকেটেই নিজেদের প্রশ্নাতীত শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়ে। এক অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৯ রান তাড়া করতে নেমে ২ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে ফেলার সময়টা ছাড়া ভারত চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ল কই!

এর আগেও তিনবার ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলেছে ভারত। তবে কোনোবারই এমন রাজার মতো ফাইনালে যায়নি। অপরাজিত থেকে ফাইনাল এই প্রথম। যা মনে করিয়ে দিচ্ছে ২০০৩ ও ২০০৭ বিশ্বকাপের অস্ট্রেলিয়ার কথা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের কথা আর বললাম না, কারণ তা অনেক পুরোনো কাহিনি। ভারতের বোলিং আক্রমণও তো একমাত্রিক নয়। তাহলে সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে কেন উইকেট নিয়ে এত ভাবতে হবে! কারণ কি এর আগের দুটি বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিতে হওয়ার দুঃসহ স্মৃতি? সর্বশেষ আবার এই নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরেই।

ম্যাচ চলার সময়ও সিডনি আর ওল্ড ট্রাফোর্ড যে মনে হানা দিচ্ছিল, সেটি স্বীকার করেছেন মোহাম্মদ শামি। বেশি নিশ্চয়ই কেইন উইলিয়ামসন ও ড্যারিল মিচেলের জুটির সময়। হয়তো তার চেয়েও বেশি, মিড অনে উইলিয়ামসনের সহজ ক্যাচটা ফেলে দেওয়ার পর। সেই শামিই পরে কীভাবে ওই শঙ্কা উড়িয়ে দিয়ে ভারতকে ফাইনালে তোলার নায়ক হয়ে গেলেন, তা তো সবার জানাই। বিরাট কোহলির সেঞ্চুরিটা যদি ইতিহাস গড়ার হয়, শ্রেয়াস আইয়ারেরটা সম্ভবত এই বিশ্বকাপে কোনো ভারতীয় ব্যাটসম্যানের সেরা সেঞ্চুরি। ড্যারিল মিচেলের সেঞ্চুরিটাকেও বা ভুলে যান কীভাবে! ভিন্ন ভিন্ন কারণে উজ্জ্বল এই তিন সেঞ্চুরির ম্যাচও শেষ হতে হতে কিনা মোহাম্মদ শামির পাশে বাকি সবাই মিটমিটে প্রদীপ।

দেশের মাটিতে সর্বশেষ বিশ্বকাপে ভারতের জয়ে প্রতিটি ম্যাচে একটা কমন ব্যাপার ছিল। প্রথম বলেই বীরেন্দর শেবাগের চার। এই বিশ্বকাপেও এর কাছাকাছি এমন একটা ব্যাপার আছে। প্রথম ওভারেই মোহাম্মদ শামির উইকেট নেওয়া। ৬ ম্যাচের ৫টিতেই যা নিয়েছেন। ৬ ম্যাচ কেন, তা এরই মধ্যে বহুল আলোচিত। ভারতের পছন্দের প্রথম একাদশে তো নামই ছিল না তাঁর। ভারতের প্রথম চারটি ম্যাচে তাই বাইরে বসে থেকেছেন। ৬ ম্যাচে ২৩ উইকেট আর বিশ্বকাপে ভারতের পক্ষে সেরা বোলিংয়ে রেকর্ড গড়ে ফেলার পর এখন যা অবিশ্বাস্যই মনে হয়।

যেমন অবিশ্বাস্য মোহাম্মদ শামির জীবনে ফেরা। ২০১৮ সালে ইংল্যান্ড সফরের আগে ফিটনেস টেস্টে ব্যর্থ হয়ে ক্রিকেটই তো ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন। সংসারে তখন চরম অশান্তি। স্ত্রী ভয়ংকর সব অভিযোগ করে যাচ্ছেন, যা গড়িয়েছে থানাপুলিশ পর্যন্ত। ক্রিকেট তো ক্রিকেট, জীবন থেকেই শামি তখন পালাতে পারলে বাঁচেন। সেখান থেকে ফিরে এসে আজ ভারতের মানুষের নয়নমণি, এই বিশ্বকাপের সফলতম বোলার।

মোহাম্মদ শামির গল্পটা শুধুই উইকেট নেওয়ার নয়, আরও বেশি কিছু।

তরমুজ কীভাবে ফিলিস্তিনের প্রতীক হয়ে উঠল?

গাজা (ওয়েবডেস্ক)ঃ ফিলিস্তিনি প্রতীক হিসেবে তরমুজ ব্যবহারের পেছনে রয়েছে এক দীর্ঘ ইতিহাস।

ফিলিস্তিনে যেখানে ফিলিস্তিনি পতাকা ওড়ানো অপরাধ, সেখানে ফিলিস্তিনের লাল, কালো, সাদা, সবুজ রঙ প্রদর্শনে ইসরায়েলি সৈন্যদের বিরুদ্ধে অর্ধেক কাটা তরমুজ তুলে ধরা হয়।

এই কবিতার লাইনগুলো ওড টু দ্য ওয়াটারমেলন থেকে নেয়া হয়েছে।

কবিতাটি লিখেছেন আমেরিকান কবি অ্যারাসেলিস গিরমে।

এই কবিতায় ফিলিস্তিনকে বোঝাতে এই ফলটিকে প্রতীকী অর্থে ব্যবহার করা হয়।

লাল, কালো, সাদা এবং সবুজ শুধুমাত্র তরমুজ নয়, ফিলিস্তিনের পতাকারও রং।

এ কারণে গাজায় ইসরায়েলের সর্বশেষ আগ্রাসনের মধ্যে ফিলিস্তিনিপন্থী মিছিলে এবং অগণিত সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে এই প্রতীকটি বিশ্ব জুড়ে ব্যবহার করতে দেখা যায়।

কিন্তু তরমুজকে রূপক হিসেবে ব্যবহারের পেছনে রয়েছে এক দীর্ঘ ইতিহাস।

১৯৬৭ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের পরে, ইসরায়েল যখন গাজা এবং পশ্চিম তীর দখল করে নেয়, তখন তারা দখলকৃত অঞ্চলগুলোয় ফিলিস্তিনি পতাকা এবং এর রঙের সাথে সাদৃশ্য আছে এমন প্রতীক বহন নিষিদ্ধ করে।

পতাকা বহন করা সেখানে একটি ফৌজদারি অপরাধে পরিণত হয়, ফিলিস্তিনিরা এ কারণে প্রতিবাদ স্বরূপ তরমুজের টুকরো ব্যবহার করতে শুরু করে।

১৯৯৩ সালে ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিনের মধ্যে কয়েকটি ধারাবাহিক অন্তর্বর্তী শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর হয় যা অসলো চুক্তি নামে পরিচিত।

লাল, কালো, সাদা এবং সবুজ রঙের পতাকাটি ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের পতাকা হিসাবে স্বীকৃত ছিল, যা গাজা এবং অধিকৃত পশ্চিম তীরের কিছু অংশ পরিচালনার জন্য তৈরি করা হয়েছিল।

একবার গাজা উপত্যকায় কাটা তরমুজ বহন করার জন্য কয়েকজন যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছিল - কারণ এভাবে ফিলিস্তিনি পতাকার লাল, কালো এবং সবুজ রঙগুলো প্রদর্শন করা হয়েছিল।

ইসরায়েলি সৈন্যরা একসময় মিছিলের সাথে সাথে দাঁড়িয়ে থাকতো এবং মিছিলে কেউ এ সময়কার এই নিষিদ্ধ পতাকা ওড়ালেই তা কেড়ে নেয়া হতো!

অসলো চুক্তি স্বাক্ষরের পরিপ্রেক্ষিতে নিউ ইয়র্ক টাইমসের সাংবাদিক জন কিফনার তার প্রতিবেদনে এমনটাই উল্লেখ করেছিলেন।

বেশ কয়েক মাস পরে, ১৯৯৩ সালের ডিসেম্বরে, পত্রিকাটি জানায় যে ওই প্রতিবেদনে যুবকদের তরমুজ বহনের জন্য যে গ্রেফতারের কথা বলা হয়েছিল, তা নিশ্চিত করা যায়নি।

সেই সাথে এটাও বলা হয়, একজন ইসরায়েলি সরকারের মুখপাত্রের কাছে এ ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেছিলেন যে, তিনি অস্বীকার করতে পারবেন না যে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে।

চিত্রকর্মে তরমুজ

তারপর থেকে, শিল্পীরা ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি জানাতে তরমুজের বৈশিষ্ট্যযুক্ত বিভিন্ন শিল্পকর্ম তৈরি করতে থাকেন।

এরমধ্যে খালেদ হুরানির শিল্পকর্মটি সবচেয়ে বিখ্যাত শিল্পকর্মগুলোর একটি। ২০০৭ সালে তিনি 'সাবজেক্টিভ অ্যাটলাস অব প্যালেস্টাইন' শিরোনামে একটি বইয়ের জন্য তরমুজের টুকরোর ছবি এঁকেছিলেন।

দ্য স্টোরি অফ দ্য ওয়াটারমেলন নামে অভিহিত পেইন্টিংটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সফর করে। এবং ২০২১ সালের মে মাসে ইসরাইল-হামাস সংঘর্ষের সময় থেকে এই ছবিটি আরও পরিচিত হয়ে ওঠে।

এই বছরের শুরুতে তরমুজের চিত্রায়নে আরেকটি আরেকটি জোয়ার দেখা দেয়।

জানুয়ারিতে, ইসরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক মন্ত্রী ইতামার বেন গভির পুলিশকে পাবলিক স্পেস বা জনবহুল স্থল থেকে ফিলিস্তিনি পতাকা সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

তিনি বলেছিলেন যে এই পতাকা ওড়ানো মানে সন্ত্রাসবাদের সমর্থন করার মতো কাজ। তখন ইসরায়েল বিরোধী মিছিলে তরমুজের ছবি ব্যবহার হতে দেখা গিয়েছিল।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নেটওয়ার্কে

ইসরায়েলি আইন ফিলিস্তিনি পতাকাকে বেআইনি ঘোষণা করেনি। তবে পুলিশ এবং সৈন্যদের অধিকার দেয়া হয়েছে, কোনও ক্ষেত্রে তারা যদি মনে করে এটি জনশৃঙ্খলার জন্য হুমকি, তাহলে তারা ওই পতাকা সরিয়ে ফেলতে পারবে।

জুলাই মাসে জেরুসালেমে এক বিক্ষোভে, ইসরায়েল বিরোধী বিক্ষোভকারীরা ফিলিস্তিনি পতাকার রঙে একটি তরমুজ ধরে প্রতিবাদ যার ওপর লেখা ছিল 'স্বাধীনতা' শব্দটি।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর বিচারিক সংস্কার পরিকল্পনার প্রতিবাদে অগাস্টে, তেল আবিবে বহু মানুষ বিক্ষোভ করেন।

বিক্ষোভে জড়ো হওয়ার সময় বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারী তরমুজের ছবিযুক্ত টি-শার্ট পরেছিলেন।

অতি সম্প্রতি, গাজা যুদ্ধের প্রতিবাদে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে তরমুজ এবং এর ছবি ব্যবহার করতে দেখা যায়।

সম্প্রতি ব্রিটিশ মুসলিম কৌতুক অভিনেতা শুমিরুন নেসা টিকটকে তরমুজের ফিল্টার তৈরি করেন এবং তার ফলোয়ারদের উৎসাহিত করেন তারা যেন তাদের ভিডিও তৈরি করতে এই ফিল্টারটি ব্যবহার করে।

তিনি প্রতিশ্রুতি দেন এ থেকে যে আয় হবে তার সমস্ত অর্থ গাজাকে সাহায্যকারী দাতব্য সংস্থাকে দেওয়া হবে।

কিছু সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী ফিলিস্তিনি পতাকার পরিবর্তে তরমুজ পোস্ট করছেন এই ভয়ে যে তরমুজের পরিবর্তে পতাকা ব্যবহার করলে তাদের অ্যাকাউন্ট বা ভিডিওগুলো হয়তো এই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের নেটওয়ার্কগুলো দমন করতে পারে।

সহজ করে বললে তাদের কন্টেন্টের রিচ কমিয়ে ফেলা হতে পারে।

ফিলিস্তিনপন্থী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীরা অতীতে ইনস্টাগ্রামের বিরুদ্ধে শ্যাডো ব্যানিং এর অভিযোগ এনেছিল।

শ্যাডো ব্যানিং হল, যখন কোন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম সাইট বা অনলাইন ফোরাম তাদের একজন ব্যবহারকারীকে তার অজান্তেই ব্লক করে দেয়।

এর ফলে সাধারণত তাদের পোস্ট এবং মন্তব্যগুলি অন্য ব্যবহারকারীদের কাছে আর দৃশ্যমান হয় না।

এক কথায় ওই প্ল্যাটফর্মটি নিশ্চিত করে যে ওই ব্যবহারকারীর নির্দিষ্ট কিছু পোস্ট অন্যদের ফিডে প্রদর্শিত হবে না।

কিন্তু বিবিসির সাইবার প্রতিবেদক জো টিডি বলেছেন, এখন যে এমনটা ঘটছে তার কোন প্রমাণ নেই।

ফিলিস্তিনপন্থী কন্টেন্ট পোস্ট করা ইউজারদের শ্যাডো ব্যান করার কোন ষড়যন্ত্র আছে বলে মনে হচ্ছে না, তিনি বলেন।

মানুষ সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে তরমুজের ছবি ব্যবহার করছে, কিন্তু তারা অবাধে ফিলিস্তিনের পতাকাও ব্যবহার করছে এবং সংঘাত সম্পর্কে স্পষ্টভাবে লিখছে, জানাচ্ছেন তিনি।

ফিলিস্তিনে কয়েক দশক ধরে তরমুজ একটি রাজনৈতিক প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে, বিশেষ করে প্রথম এবং দ্বিতীয় ইন্তিফাদা (ফিলিস্তিনি বিদ্রোহ) উভয় ক্ষেত্রেই।

তরমুজ এখন শুধুমাত্র ওই ভূখণ্ডের অসম্ভব জনপ্রিয় খাবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, বরং ফিলিস্তিনি প্রজন্মের জন্য এবং তাদের দীর্ঘ সংগ্রামের সমর্থনকারীদের জন্য একটি শক্তিশালী প্রতীক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

টুকরো খবর

দক্ষিণ আফ্রিকা বারবার যেভাবে সেমিফাইনাল থেকে ছিটকে গেছে

কলকাতা ঃ বিশ্বকাপের আরও একটা সেমিফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকা, প্রতিপক্ষ সেই অস্ট্রেলিয়া যাদের বিপক্ষে ২৪ বছর আগে ম্যাচ টাই করে ফাইনালে উঠতে পারেনি 'চোকার' দক্ষিণ আফ্রিকা। বিশ্বকাপ ক্রিকেটে যুগের পর যুগ আক্ষেপকে সঙ্গী করে বেড়াচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা, সময়ের শীর্ষে থাকা ব্যাটার, ইতিহাসের সেরা সব ফাস্ট বোলার ও দুর্দান্ত সব অলরাউন্ডারদের নিয়েও দক্ষিণ আফ্রিকার পুরুষ ক্রিকেট দলটি এখনও পর্যন্ত কোনও বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলতে পারেনি। হোক সেটা ওয়ানডে কিংবা টি-টোয়েন্টি। সালটা হোক ১৯৯৯ কিংবা ২০১৫- দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটাররা সেমিফাইনালে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছেন, প্রতিপক্ষরা সান্ত্বনা দিচ্ছেন, এটা যেন বিশ্বকাপের সবচেয়ে পরিচিত একটা দৃশ্য। তবে এবারের সমীকরণ খানিকটা ভিন্ন।

দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা তেমন আলোচিত ক্রিকেট ব্যক্তিত্ব নন, যাকে বলে 'আন্ডাররেটেড'। ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের মতো ক্রিকেট দলের শক্তিমত্তার হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে খুব বেশি মানুষ শিরোপার দাবিদার মনে করেনি। তার ওপর এবারের বিশ্বকাপের আগে আনরিখ নরকিয়ার চোট দক্ষিণ আফ্রিকাকে একটা ধাক্কা দিয়েছিল। এই নরকিয়া ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। দক্ষিণ আফ্রিকার এই দলটাই আবার গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠতে ব্যর্থ হয়েছে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে হেরে। দক্ষিণ আফ্রিকার কেবল নেদারল্যান্ডসের সাথে জিতলেই সেমিফাইনাল নিশ্চিত ছিল। গার্ডিয়ানের ক্রিকেট বিশ্লেষক স্যাম প্যারির মতে, এটা একটা 'প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম বয়ে যাওয়া মানসিক আঘাত'। তবে এবারের প্রজন্মটা আলাদা বলে মনে করছেন অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা।

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে কলকাতায় সেমিফাইনালের আগে তিনি বলেন, এটা দল হিসেবে প্রথম সেমিফাইনাল আমাদের। আমি আত্মবিশ্বাসী। অবশ্যই নার্ভাসনেস থাকবে, এটা খেলারই অংশ। কিন্তু আমি মনে করি বিশ্বকাপের অন্য যেকোনও ম্যাচের সাথে এই ম্যাচের ক্রিকেটীয় কোনও পার্থক্য নেই। ২০১৯ বিশ্বকাপে ১০ দলের মধ্যে সাত নম্বরে ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। ২০১৫ বিশ্বকাপে বৃষ্টিবিঘ্নিত এক ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের গ্রান্ট ইলিয়ট ডেল স্টেইনের বলে ছক্কা মেরে নিজের দলকে ফাইনালে তোলেন, ওই ম্যাচের শেষের দৃশ্যগুলো ওয়ানডে ক্রিকেট ইতিহাসেরই করুণ দৃশ্যগুলোর একটি, ডেল স্টেইন মাটিতে বসে কাঁদছিলেন, ডি ভিলিয়ার্স জানেন না তার কী করা উচিৎ, ফ্যাফ ডু প্লেসিরও চোখে অশ্রু টেলিভিশন স্ক্রিনেই স্পষ্ট। সেবার দক্ষিণ আফ্রিকা দলে ছিলেন হাশিম আমলা, ফ্যাফ ডু প্লেসি, এবি ডি ভিলিয়ার্সের মতো ক্রিকেটাররা। ডি ভিলিয়ার্স একটা রান আউট ও একটা ক্যাচ মিস করেন, তিনি ছিলেন সেই বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক এবং একই সাথে সেরা পারফর্মার। ইএসপিএন ক্রিকইনফোর ধারাবিবরণীতে তখন লেখা হয়েছিল, ১৯৯২ সালের ভুত এখনও পিছু ছাড়েনি দক্ষিণ আফ্রিকার।

কী হয়েছিল ১৯৯২ সালে?

রঙিন পোশাকে প্রথম বিশ্বকাপ ছিল ১৯৯২ সালে, সেবারই প্রথম সাদা বল ব্যবহার করা হয় ওয়ানডে বিশ্বকাপে, ওই বিশ্বকাপেই ২২ বছর নির্বাসনের পর ক্রিকেটে ফেরে দক্ষিণ আফ্রিকা। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সেমিফাইনালে ইংল্যান্ড ২৫২ রান তুলেছিল আগে ব্যাট করে। বোলিং করার সময় দক্ষিণ আফ্রিকার বোলাররা অনেক সময়ক্ষেপণ করেন, যে কারণে তাদের ওপর জরিমানাও করা হয়েছিল, কিন্তু এই জমিনার চেয়েও বড় শাস্তি দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটাররা সেই ম্যাচে পেয়েছিলেন। সিডনিতে বৃষ্টির কারণে ৪৫ ওভারে নেমে এসেছিল ম্যাচটা, এরপর দক্ষিণ আফ্রিকার একটা পর্যায়ে ১৩ বলে ২২ রান প্রয়োজন ছিল, তখনই নামে বৃষ্টি। ১২ মিনিটের মতো বৃষ্টি হয় তখন, বৃষ্টি থামার পর নতুন টার্গেট ঘোষণা দেয়া হয় ৭ বলে ২২ রান, এরপর আবার বলা হয় ১ বলে ২২ রান নিতে হবে দক্ষিণ আফ্রিকার। তখন এই বৃষ্টি আইন নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়েছিল, অনেকেই এই আইনকে উপহাস বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। ১৯৯৯ সালে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে দলকে সেমিফাইনালে তোলেন দক্ষিণ আফ্রিকান অলরাউন্ডার ল্যান্স ক্লুজনার, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সেমিফাইনালে ২১৪ রান তাড়া করার সময়ও ক্লুজনার ১৬ বলে ৩১ রান তোলেন। যুক্তরাজ্যের এজবাস্টনে ম্যাচ অবস্থায় তিন বলে এক রান নিতে গিয়ে অপর প্রান্তে থাকা অ্যালান ডোনাল্ড আর শেষ পর্যন্ত দৌড় শেষ করতে পারেননি। সেই ম্যাচের স্মৃতি এখনও তাড়িয়ে বেড়ায় ডোনাল্ডকে, বাংলাদেশের বর্তমান বোলিং কোচ ডোনাল্ড এই ম্যাচ নিয়ে বলেন, আমি যখন ড্রেসিংরুমে ফিরি মনে হয়েছে কেউ মারা গেছেন। আমি সরাসরি ফিজিওর রুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম, স্টিভ ওয়া ও ম্যাকগ্রা তখন রুমে ঢোকেন এবং স্টিভ ওয়া আমাকে বলেন এটা নিয়ে ভেবো না। আমি সেটা বারবার দেখেছি, অনেকবার দেখেছি, এরচেয়ে বাজে ভুল আর হয় না। এরপরের বিশ্বকাপ ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার ঘরের মাটিতে সেবার বিশ্বকাপের সুপার সিক্সেই উঠতে পারেনি দক্ষিণ আফ্রিকা, এবারও বৃষ্টির কারণে হিসেব গড়মিল করে ফেলেছিল দলটি। শ্রীলঙ্কার করা ২৬৮ রানের টার্গেট বৃষ্টির পরে দাঁড়ায় ৪৫ ওভারে ২৩০ রান। ২২৯ রানে থাকা অবস্থায় এই ডারবানে আবারও বৃষ্টি নামে এবং ম্যাচ অফিসিয়ালরা বলেন এখন খেলা শেষ হলে ম্যাচ টাই হবে। মুত্তিয়া মুরালিধরনের করা শেষ বলটিতে মার্ক বাউচার তেমন রান নেয়ার চেষ্টা করেননি এবং দক্ষিণ আফ্রিকার তখনও জয়ের জন্য এক রান দরকার ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার ২০২৩ বিশ্বকাপ দলে কুইন্টন ডি কক ও ডেভিড মিলার আছেন যারা ২০১৫ সালের হৃদয় বিদারক মুহূর্তে মাঠে ছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার দলে অন্তত পাঁচজনের আজ মাঠে নামার কথা, যারা ২০১৫ বিশ্বকাপের ট্রফিজয়ী একাদশে ছিলেন ডেভিড ওয়ার্নার, স্টিভেন স্মিথ, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, মিচেল স্টার্ক ও জশ হ্যাজলউড। প্যাট কামিন্সও ছিলেন কিন্তু তিনি ২০১৫ সালে তেমন ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি। সেই কামিন্স এখন অস্ট্রেলিয়ার দলনেতা। কামিন্স বলেছেন, আমাদের অনেকেই সেই দলে ছিলেন আমরা একটু ভাগ্যবান যে এই ধরনের পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা অবগত। কিন্তু আপনি জানেন ইতিহাস অনেক সময় চাপে ফেলে। আমাদের কাজটা ঠিকঠাক করতে হবে।

তফসিল ঘোষণার প্রতিবাদে ৪৮ ঘণ্টা হরতালের ডাক দিয়েছে বিএনপি

প্রেসিডেন্ট শি এর আগে স্বীকার করেছেন যে মার্কিন চীন সম্পর্ক কখনোই মসৃণ ছিল না

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের মধ্যে বৈঠক হওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বৈঠকের ফলাফল নিয়ে প্রত্যাশা কমই রাখার চেষ্টা করেছিলেন।

তবে তারপরও বুধবার ওই বৈঠকে দুই পক্ষের মধ্যে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সমঝোতা হয়।

এবারে আমাদের মধ্যে বেশ কিছু বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আমার ধারণা যেগুলো খুবই গঠনমূলক এবং ফলপ্রসূ ছিল, প্রেসিডেন্ট বাইডেন বৈঠক শেষে এ কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, কিছু ক্ষেত্রে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট শি এর আগে স্বীকার করেছেন যে মার্কিন চীন সম্পর্ক কখনোই মসৃণ ছিল না।

তবে তিনি এটাও বলেছেন যে, দুই পরাশক্তির, একে অপরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া কোন অপশন হতে পারে না।

ক্যালিফোর্নিয়ায় এই দ্বিপক্ষীয় আলোচনা থেকে মূলত চারটি বিষয় জানা গিয়েছে।

দুই দেশ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় আরও পদক্ষেপ নেয়ার বিষয়ে সম্মত হয়েছে।

১. জলবায়ু ইস্যুতে ঐকমত্য

বিশ্বে সবচেয়ে বেশি কার্বন নিঃসরণকারী এই দুই দেশ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় আরও পদক্ষেপ নেয়ার বিষয়ে সম্মত হয়েছে।

কিন্তু জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বন্ধ করার বিষয়ে তারা কোন প্রতিশ্রুতি দেয়নি।

তারা মিথেন নির্গমন কমিয়ে আনার ব্যাপারে একে অপরকে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। মিথেন হল এক ধরণের শক্তিশালী গ্রিনহাউজ গ্যাস।

দেশ দুটি ২০৩০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে তিনগুণ বাড়ানোর বৈশ্বিক প্রচেষ্টার প্রতিও সমর্থন জানিয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা বিবিসিকে জানিয়েছেন যে এই মাসের শেষের দিকে দুবাইতে যে জলবায়ু সম্মেলন কপ২৮ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, সেই সম্মেলনের আগে এটি এক ধরণের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি।

যুক্তরাজ্যের থিংক ট্যাঙ্ক চ্যাথাম হাউসের ফেলো এবং চীন বিষয়ক বিশেষজ্ঞ বার্নিস লি বলেছেন, এটি জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

ওয়ার্ল্ড রিসোর্সেস ইন্সটিটিউটের ডেভিড ওয়াসকো মিথেন চুক্তিকে একটি 'প্রধান পদক্ষেপ' বলে অভিহিত করেছেন।

চীন বিশ্বের সবচেয়ে বড় মিথেন নিঃসরণকারী দেশ এবং এই গ্যাসের নিঃসরণ রোধে বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করা অল্প সময়ের মধ্যে বৈশ্বিক উষ্ণতা কমানোর জন্য অপরিহার্য, মি. ওয়াসকো বলেন।

দুই পক্ষের মধ্যে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষর হয়।

২. ফেন্টানাইল পাচার রোধ

দুই পক্ষ বলেছে যে তারা মাদক পাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এতে অপরকে সাহায্য করবে।

চীন ও যুক্তরাষ্ট্র অবৈধ ফেন্টানাইলের জোয়ার রোধ করার জন্য রাসায়নিক কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার বিষয়ে সম্মত হয়েছে।

এই উপাদানটি অতিরিক্ত মাত্রায় গ্রহণের ফলে মানুষের মৃত্যুর ঘটনা অনেক বেড়ে গিয়েছে।

গত বছর প্রায় ৭৫ হাজার মার্কিন নাগরিকের মৃত্যুর পেছনে কারণ ছিল এই শক্তিশালী সিনথেটিক ওপিওড বা কৃত্রিম ওপিওড।

কৃত্রিম ওপিওড হল এমন পদার্থ যা পরীক্ষাগারে সংশ্লেষিত হয় এবং যেটি মস্তিষ্কের সেই একই অংশে প্রভাব ফেলে যেমনটা কিনা প্রাকৃতিক ওপিওড যেমন, মরফিন, কোডাইন করে থাকে। এগুলো মূলত বেদনানাশক বা ব্যথা উপশমে কাজ করে।

চীনা উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলো শুধুমাত্র এই ওষুধেই উৎপাদন করে না বরং ওষুধগুলো তৈরি করার জন্য যেসব রাসায়নিকের প্রয়োজন হয় সেগুলোর উৎসও এই কোম্পানিগুলো।

ব্রুকিংস ইন্সটিটিউশনের আন্তর্জাতিক সংগঠিত অপরাধ বিশেষজ্ঞ ভান্ডা ফেলবাবব্রাউন বলেছেন যে চুক্তিটি মূলত এক ধরণের কূটনৈতিক এবং রাজনৈতিক বিবৃতি, তবে এর প্রকৃত প্রভাব কেমন হবে সেটি নিয়ে এখনও প্রশ্ন থেকে গিয়েছে।

চীন এই কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে আদৌ কী ব্যবস্থা নেয় সেটাই এখন দেখার বিষয়, তিনি বলেন। তারা কি অন্তত তিনটি কোম্পানির পেছনে লাগবে? নাকি পাঁচটি? পঞ্চাশটি?

তিনি বলেন যে, তার ধারণা চীন সম্ভবত মাদক বিরোধী সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাবকে, তাদের বৃহত্তর কূটনৈতিক তৎপরতা পরিচালনার জন্য একটি দর কষাকষির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে থাকবে।

চীন যুক্তরাষ্ট্রে সরাসরি চালান বন্ধ করে দিয়েছে, যার অর্থ বেশিরভাগ অবৈধ বাণিজ্য মেক্সিকো রুট হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছে।

মার্কিন কর্মকর্তারা বলছেন যে, চীন এ ধরনের পাচার বন্ধ করার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। অন্যদিকে চীনের দাবি, যুক্তরাষ্ট্রে যে ওপিওড মহামারী দেখা দিয়েছে, এর পেছনে কেবল যুক্তরাষ্ট্রই দায়ী।

৩. সামরিক যোগাযোগ পুনস্থাপন

দুই দেশ একে অপরের সাথে সামরিক যোগাযোগ পুনরায় শুরু করার বিষয়ে সম্মত হয়েছে - এটি এমন একটি পদক্ষেপ যা আমেরিকানদের প্রত্যাশার তালিকার উপরের দিকে ছিল।

গত বছর মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের তৎকালীন স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি তাইওয়ান সফর করার পর চীন, যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সামরিক যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়।

চলতি বছরের শুরুর দিকে একটি সন্দেহভাজন চীনা গুপ্তচর বেলুন উত্তর আমেরিকার আকাশ জুড়ে ভেসে বেড়াতে দেখা যায়।

পরে যুক্তরাষ্ট্র সেগুলো গুলি করে আটলান্টিক মহাসাগরে নামিয়ে আনে। ওই ঘটনার পর থেকে চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের আরও অবনতি হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রতিরক্ষা বিষয়ক উপ সহকারী সচিব মিক মুলরয় বলেছেন, স্নায়ু যুদ্ধের সময়, যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন সবসময় পারমাণবিক শক্তিধর দেশগুলোর সাথে সামরিক যোগাযোগ বজায় রেখেছিল। যাতে পারমাণবিক শক্তিগুলোর মধ্যে যুদ্ধের কারণ হতে পারে এমন যেকোনো দুর্ঘটনা বা ভুল বোঝাবুঝি এড়ানো যায়।

এটি এখন চীন এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেও হওয়া দরকার বলে তিনি জানান।

বিবিসি উত্তর আমেরিকার সংবাদদাতা জন সাডওয়ার্থ - গত এক দশক ধরে চীন থেকে প্রতিবেদন করেছেন - তিনি উল্লেখ করেছেন যে বুধবার এই বৈঠকের আগেই দুই দেশের সম্পর্কের বরফ গলার আভাস পাওয়া গিয়েছিল।

যেমন গত সপ্তাহে, বহু বছর পর প্রথমবারের মতো, দুই পক্ষ তাদের পারমাণবিক অস্ত্রাগার নিয়ে আলোচনার জন্য ওয়াশিংটনে দেখা করেছিল।

বুধবার দুই প্রেসিডেন্টের মধ্যে তাইওয়ান নিয়েও যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। মি. শি, আমেরিকান প্রেসিডেন্টকে বলেছেন যে তিনি যেন তাইওয়ানকে অস্ত্র দেওয়া বন্ধ করেন। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতে, ওই দ্বীপ দেশের সাথে চীনের পুনর্মিলন 'অনিবার্য' ছিল। সহজ করে বললে, চীনের সাথে তাইওয়ানের যুক্ত হওয়াটা এক রকম নিশ্চিত। এক জ্যেষ্ঠ মার্কিন কর্মকর্তা সাংবাদিকদের বলেছেন, বিষয়টি নিয়ে আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গির কোনো পরিবর্তন হবে না।

৪. আলোচনা চলবে

দুই দেশের চুক্তির বেশ কয়েকটি নির্দিষ্ট পয়েঃট থাকলেও, এটি নিছক একটি বৈঠক ছিল। এবং মি. বাইডেন এবং মি. শি করমর্দন করেছেন - একে একটি ইতিবাচক লক্ষণ বলে মনে করেন বিবিসির উত্তর আমেরিকা সম্পাদক সারাহ স্মিথ।

বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর দুই প্রেসিডেন্টের একে অপরের সাথে কথা বলতে পারাই এক ধরণের কূটনৈতিক অর্জন।

যদি তারা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখতে সম্মত হতে পারে, তবে এটি একাই একটি সাফল্য হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।বৈঠক শুরু হওয়ার সাথে সাথে মি. বাইডেন মি. শিকে বলেছিলেন,আমি আমাদের কথার মূল্য দিই কারণ আমি মনে করি আমরা নেতা হিসেবে পরস্পরকে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি, কোন ভুল ধারণা বা ভুল বোঝাবুঝি ছাড়াই।

চীনা নেতা এতে সম্মত হন। তিনি বলেন, সংঘাত ও সংঘর্ষ উভয় পক্ষের জন্যই অসহনীয় পরিণতি বয়ে আনে।

দুই দেশ এখনও অনেক বিষয়ে দুই মেরুতে রয়েছে। শান্তিপূর্ণভাবে অসম্মতি জানাতে সম্মত হওয়াও একটি শুরু। তবে কিছু পর্যবেক্ষক এ ব্যাপারে অত্যধিক আশাবাদী না হওয়ার বিষয়ে সতর্ক করেছেন।

গত চার মাসে ওয়াশিংটন এবং বেইজিংয়ের মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সত্যিই অসাধারণ উন্নতি হয়েছে, বলেছেন সিরাকিউজ ইউনিভার্সিটির চীনা গবেষণার পরিচালক দিমিতার গুয়েরগুইভ। ওইসব বৈঠকের বেশিরভাগই এশিয়া প্যাসিফিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা অ্যাপেকের সাথে যুক্ত ছিল, তবে আমাদের এটা ধরে নেওয়া উচিত হবে না যে, দুই দেশের সম্পর্কের ইতিবাচক ধারা চলমান থাকবে বা বজায় থাকবেই, তিনি বলেন।

গাজার আলশিফা হাসপাতালে থাকা রোগী ও নবজাতকদের ভাগ্যে কী ঘটছে

গাজাঃ গাজা শহরে গতরাতে সত্যিকার অর্থে কী ঘটেছে তা জানা কঠিন তবে কয়েক দফায় বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে এবং এরপর এলাকাটি অন্ধকারে তলিয়ে গেছে।

বুধবার ইসরায়েলি ডিফেন্স ফোর্স বা আইডিএফ জানিয়েছে তারা আল শিফা হাসপাতালে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুকে কেন্দ্র করে অভিযান চালিয়েছে।

ওই অভিযানের সময় সেখানে থাকা বিবিসির একজন সংবাদদাতা কমান্ডোদের হাসপাতালের জরুরি বিভাগে প্রবেশের খবর নিশ্চিত করেছিলেন।

এরপর সৈন্যরা প্রতিটি কক্ষে গিয়ে রোগী ও কর্মকর্তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং তরুণদের অনেককে জিজ্ঞাসাবাদ ও তল্লাশির জন্য পোশাক খুলে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয়।

এর প্রায় চৌদ্দ ঘণ্টা পর সৈন্যদের সেখান থেকে প্রত্যাহারের খবর পায় বিবিসি।

এরপর বুধবার সন্ধ্যায় আইডিএফ অস্ত্রশস্ত্রের একটি ভিডিও প্রকাশ করে দাবি করে যে হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ থেকে তারা এগুলো উদ্ধার করেছে। ভিডিওটি স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

ইসরায়েল বারংবার হামাসকে ওই হাসপাতালের নিচে টানেল নেটওয়ার্কে একটি কমান্ড সেঃটার পরিচালনার জন্য অভিযুক্ত করে আসছে। এ দাবিটি যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা তথ্যও সমর্থন করছে। তবে হামাস বরাবর এটি অস্বীকার করে আসছে।

এদিকে জাতিসংঘ জানিয়েছে বৃষ্টি ও ঠাণ্ডা আবহাওয়ার কারণে বিভিন্ন আশ্রয় শিবিরে থাকা লাখ লাখ বাস্তুচ্যুত মানুষ চরম দুর্ভোগে পড়েছে। ওদিকে যুদ্ধ শুরুর পর প্রথম বারের মতো ইসরায়েল গাজা শহরে ২৫ হাজার লিটার তেল সরবরাহ করার জন্য রাফাহ অতিক্রম করার অনুমতি দিয়েছে।

এর বাইরে গত সাতই অক্টোবরে ইসরায়েলের হামলার সময় যাদের জিম্মি করা হয়েছে তাদের কয়েকজনকে মুক্তির জন্য হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে একটি সমঝোতায় পৌঁছাতে কাতার মধ্যস্থতা করছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

এছাড়া জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ গাজায় 'অধিকতর মানবিক যুদ্ধবিরতি'র জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। তবে গাজায় যুদ্ধবিরতির জন্য বিরোধী দলের একটি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান হয়েছে যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টে।

নবজাতকদের পরিস্থিতি কেমন

আল শিফা হাসপাতালের জেনারেল সার্জারি বিভাগের প্রধান ডাঃ মারওয়ান আবু সাদা বিবিসি আরবি বিভাগের ইথার সালাবিকে ফোনে জানিয়েছেন যে ৩৯টি নবজাতকের মধ্যে তিনটি ইতোমধ্যেই মারা গেছে।

এখন যারা বেঁচে আছে তাদের আসলে কোন অভিভাবক বেঁচে নেই কিংবা যুদ্ধের এই তাণ্ডবের মধ্যে তাদের কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না।

ইসরায়েলের গোলাবর্ষণের পর দুটি শিশুকে একেবারেই একা পাওয়া গিয়েছিলো। আর চার শিশুর জন্ম হয়েছিলো তাদের মায়েদের মৃত্যুর পর সিজারিয়ান অপারেশনের মাধ্যমে।

তেল সংকটের কারণে শিশুগুলোকে ইনকিউবেটর থেকে সরিয়ে হৃদরোগ বিভাগের নবজাতক ইউনিটে রাখা হয়েছে বলে জানান মি. সাদা।

সেখানে একটি বেডে ৮১০টি শিশুকে রাখা হয়েছে এবং তাদের উষ্ণতার জন্য ফয়েল পেপারে মুড়িয়ে রাখা হয়েছে।

বাবার নাম জানা গেলে শিশুর হাতে ট্যাগে অমুকের ছেলে বা অমুকের মেয়ে উল্লেখ করা হচ্ছে।

পানির স্বল্পতার কারণে ডাক্তারদের হিমশিম খেতে হচ্ছে। ডঃ সাদার আশংকা অপরিচ্ছন্ন অক্সিজেন টিউবের কারণে শিশুদের শরীরে সংক্রমণ থেকে পচন তৈরি হতে পারে।

ভিডিওতে হামাসের অস্ত্রশস্ত্র

ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী একটি ভিডিও প্রকাশ করে বলেছে তারা হামাসের অস্ত্র ও অন্যান্য উপকরণ পেয়েছে।

আইডিএফ এর একজন মুখপাত্র ওই ভিডিওতে বলেছেন হামাস এই হাসপাতালকে তাদের সামরিক কাজে ব্যবহার করতো।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর উপদেষ্টা মার্ক রেজেভ বিবিসিকে বলেছেন এ ধরণের আরও অনেক কিছুর বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। তিনি বলেছেন আল শিফা হাসপাতালের নিচে হামাসের টানেল নেটওয়ার্কও তুলে ধরা হবে।

হাসপাতালের ভেতর থেকে করা একটি ভিডিও ফুটেজ প্রকাশের পর তিনি এ দাবি করেন। এতে বলা হয়েছে হামাসের অস্ত্র ও প্রযুক্তিগত নানা উপকরণ পাওয়া গেছে ওই হাসপাতালে।

তিনি হাসপাতালে অভিযানের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে বলেন 'যখন আপনার শত্রুরা হাসপাতাল বা এ ধরণের মানবিক কাজে ব্যবহৃত জায়গাগুলো ব্যবহার করছে সামরিক কাজে তখন আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী আপনি এসব জায়গাকে লক্ষ্য করে ব্যবস্থা নিতে পারেন। এসব জায়গা তখন আন্তর্জাতিক আইনে তার দায়মুক্তির সুযোগ হারায়'।

হামাস আল শিফা হাসপাতালের নিচে তাদের কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সেন্টার আছে বলে ইসরায়েল যে দাবি করেছে তা প্রত্যাখ্যান করেছে।

নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ গাজায় অধিকতর মানবিক করিডোর এবং সব জিম্মির মুক্তি আহবান জানিয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে।

পরিষদের বারটি সদস্য দেশ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলেও যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও রাশিয়া ভোটদানে বিরত ছিলো।

জাতিসংঘে ইসরায়েলের দূত গিলাড এরদান বলেছেন এই প্রস্তাব বাস্তবতা বিবর্জিত এবং অর্থহীন।

তিনি বলেন ইসরায়েল আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া অব্যাহত রাখবে এবং তিনি নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবে সাতই অক্টোবরে ইসরায়েলে হামলার বিষয়টি না থাকার তীব্র সমালোচনা করেন।

তবে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের জাতিসংঘ শাখার ডিরেক্টর লুইস শারব্যুনো নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছেন।

এটি ইসরায়েল, হামাস ও অন্য সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোকে শক্ত বার্তা দিয়েছে যে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনগুলোকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে, বলছিলেন তিনি।

প্রসঙ্গত, গত সাতই অক্টোবর হামাস ইসরায়েলের অভ্যন্তরে হামলা চালায়। এতে প্রায় বারশ মানুষ মারা যায় এবং জিম্মি করা হয় আরও অন্তত দুশো জনকে।

পরে ইসরায়েল গাজায় অভিযান শুরু করে। গাজার হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে এ পর্যন্ত ইসরায়েলের হামলায় প্রায় এগার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং এর মধ্যে ৪,৫০০টি শিশু।